জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ভোট উপহাস

এক দেশ এক ভোট নিয়ে অনেক আইনি জটিলতা আছে। দেশের সাংবিধানিক নির্বাচনী পরিকাঠামোকে তা উপহাসে পরিণত করতে পারে। আশঙ্কা সুপ্রিম কোর্টের দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এবং জে এস কেহেরের

কমছে বৃষ্টি

নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ডে সরে যাওয়ার কারণে কমেছে বৃষ্টির পরিমাণ। বঙ্গে বর্ষার সক্রিয় প্রভাব থাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। শহর ও শহরতলি জুড়ে মেঘলা আকাশ

প্রথম ডেঙ্গিমুক্ত এলাকা পানিহাটি, সুডার সমীক্ষা

সিপিএম-বিজেপিতে বড় ভাঙন উত্তরের ২ জেলায় যোগ তৃণমূলে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৪৯ • ১২ জুলাই, ২০২৫ • ২৭ আষাঢ় ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 49 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 12 JULY, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

নীতি আয়োগের রিপোর্টে বাংলার সাফল্য মেনে নিল কেন্দ্র

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নজির

প্রতিবেদন : বাংলার সাফল্য স্বীকার করে নিল নীতি আয়োগ। বাংলার উন্নয়নকে যে দমিয়ে রাখা যাবে না, তা নীতি আয়োগের সামারি রিপোর্টেই প্রমাণ। কেন্দ্র পদে পদে বঞ্চনা করে গিয়েছে, তারপরও বেকারত্ব দূরীকরণ থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়নে বাংলা প্রভূত সাফল্য পেয়েছে।

সম্প্রতি দেশের নীতি আয়োগে বাংলার মানচিত্র নিয়ে বিতর্ক হয়। বাংলার রিপোর্টের প্রচ্ছদে বিহারের মানচিত্র ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে পত্রবোমা নিক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই তোলপাড়ের মধ্যেই নীতি আয়োগ সামারি রিপোর্ট প্রকাশ করল। সেই রিপোর্টে কেন্দ্র মেনে নিয়েছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলার সরকার অগ্রগণ্য। বেকারত্ব কমানোর ক্ষেত্রে বাংলার এই সাফল্য প্রশ্নাতীত। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন নীতি আয়োগের

রিপোর্টে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আর তা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত কর্মশ্রী প্রকল্পের সৌজন্যে।

এখানেই শেষ নয়, নীতি আয়োগের রিপোর্ট আরও জানিয়েছে যে, বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। সার্বিক উন্নয়ন ও পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও বাংলার অবস্থান দেশের গড়ের তুলনায় অনেক ভাল। ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষের তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বেকারত্বের হার ২.২ শতাংশ। সেখানে দেশে বার্ষিক বেকারত্বের হার ৩.২ শতাংশ। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দাও

ফিরিয়ে দাও
মনের শান্তি
ফিরিয়ে দাও গো প্রাণ
ফিরিয়ে দাও মা
জমির ফসল
ফেরাও সবুজ ধান।

ফিরিয়ে দাও
সিঁথির সিঁদুর
ফিরিয়ে দাও সন্তান
ফিরিয়ে দাও
গ্রামের শান্তি
ফেরাও জীবনের গান।

ফিরিয়ে দাও
কাঁসাই নদী
ফেরাও আপনজন
ফিরিয়ে দাও
মাটির কুটির
ফেরাও মায়ের প্রাণ।

ফিরিয়ে দাও
পরান বীণায়
গৃহবধূর সম্মান
বাঁচতে দাও
ফিরিয়ে দাও
বেঁচে থাকার গান।।

বিএসকে : হাজার কোটি লেনদেন, খুশি মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ডিজিটাল পরিষেবায় আরও এক ধাপ এগোল বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আসলে তৈরি হল এক নয়া ইতিহাস। রাজ্যের বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির ই-ওয়ালেট পরিষেবার মাধ্যমে মোট লেনদেন ১০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেল। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল-এ এই তথ্য নিজেই রাজ্যবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি অল্প সময়েই তাদের ই-ওয়ালেট ব্যবস্থার মাধ্যমে এক হাজার কোটির পরিষেবা লেনদেন অতিক্রম করেছে। এই কৃতিত্ব রাজ্যের ডিজিটাল পরিষেবা মডেলের দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং মানুষের আস্থার প্রতিফলন।

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বিএসকে-র মাধ্যমে বৃত্তি, শংসাপত্র, স্বাস্থ্য ও আবাসন সংক্রান্ত নানান দফতরের পরিষেবা পাচ্ছেন। এই কেন্দ্রগুলি সাধারণ মানুষের দরজায় ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার রূপরেখা। মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, এই কৃতিত্ব সমস্ত বিএসকে অপারেটর এবং তাঁদের সহায়ক দলগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এই ঐতিহাসিক মাইলস্টোন রাজ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নাগরিকমুখী শাসনের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

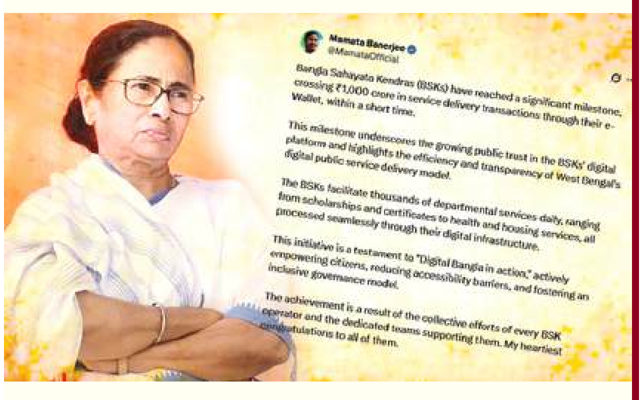

Mamata Banerjee
@MamataOfficial

Bangla Sahayata Kendras (BSKs) have reached a significant milestone, crossing ₹1,000 crore in service delivery transactions through their e-Wallet, within a short time.

This milestone underscores the growing public trust in the BSKs' digital platform and highlights the efficiency and transparency of West Bengal's digital public service delivery model.

The BSKs facilitate thousands of departmental services daily, ranging from scholarships and certificates to health and housing services, all processed seamlessly through their digital infrastructure.

This initiative is a testament to "Digital Bangla in action," actively empowering citizens, reducing accessibility barriers, and fostering an inclusive governance model.

The achievement is a result of the collective efforts of every BSK operator and the dedicated teams supporting them. My heartiest congratulations to all of them.

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় সন্দেশখালির ন্যাজাটে উপচে পড়া জনতার ভিড়। শুক্রবার।

দিল্লি-ওড়িশায় বাঙালি নিপীড়ন ■ বিজেপির পরিকল্পিত চক্রান্ত

জবাব দিন, ৬ প্রশ্ন তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বাংলা-বিরোধী বিজেপি বাঙালিদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বিজেপি-শাসিত কিছু রাজ্যে তারা পরিকল্পিতভাবে বাঙালি খেদাও অভিযানে নেমেছে। বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে চড়াও হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণ করতে। বিজেপির এই পূর্ব-পরিকল্পিত চক্রান্ত ও চিত্রনাট্য তৈরি করার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল কংগ্রেস। ছুঁড়ে দিল ছয় প্রশ্নবাণ। তৃণমূলের সাফ কথা, প্রবল বাংলা-বিরোধী বিজেপি। শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে শ্রমিকদের হয়রানি করা হচ্ছে। (এরপর ১০ পাতায়)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : বাংলা বলার ‘অপরাধে’ ছয় শ্রমিককে বাংলাদেশে পুশব্যাকের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে বিস্তারিত রিপোর্ট জমার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের ছয় পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে পাঠানোর ঘটনায় রাজ্যের উচ্চ আদালতে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের হয়েছে। শুক্রবার সেই মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের মুখ্যসচিব ও (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯০৯
বিমল রায় (১৯০৯-১৯৬৬) এদিন ঢাকায় জন্ম নেন। চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। ১৯৪৪ সালে নিউ থিয়েটার্স-এর বাংলা ছবি 'উদয়ের পথে' মুক্তি পায় বিমল রায়ের পরিচালনায়। শ্রেণিসংগ্রামভিত্তিক বলিষ্ঠ ছবি 'উদয়ের পথে' ভুয়সী প্রশংসা পেয়েছিল ওই সময়ের চলচ্চিত্র সমালোচকদের কাছ থেকে। পরের বছর ছবিটির হিন্দি 'হাম রাহী' তৈরি করেন তিনি। বোম্বে টকিজ থেকে তিনি ছবি করেন 'মা' (১৯৫২), শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' (১৯৫৩)। এরপর নিজেই একটি কোম্পানি খুলে বসেন। বিমল রায় প্রোডাকশনের ব্যানারে প্রথম ছবি হল 'দো বিঘা জমিন'। এই সিনেমা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। ইটালির নিও-রিয়্যালিস্টিক ভঙ্গিতে তোলা এই ছবি বক্স অফিসে খুব একটা সাফল্য লাভ না করলেও দেশি ও বিদেশি সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করল। বাণিজ্যিক ও সমান্তরাল সিনেমার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটল এখানে। ১৯৫৪ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয় এই ছবি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি আসে চিন, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ইটালি থেকেও। এরপর বিমল রায় তৈরি করেন 'বিরাজ বহু' (১৯৫৪), 'দেবদাস' (১৯৫৫), 'বাপ-বেটি', 'নকরি' প্রভৃতি। প্রতিটি ছবি ছিল শিল্পগুণসমৃদ্ধ। তাঁর ছবির মধ্যে সবসময়ই ছিল একটা সমাজসচেতনতা। তিনি সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তৈরি করলেন 'মধুমতী' এবং 'ইহুদি'।

১৯২১ সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪) মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতির বিদগ্ধ গবেষক ও প্রখ্যাত অধ্যাপক। সারা জীবনে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সমান দক্ষতায় তিরিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৯৯৮ জিনেদিন জিদান, তারকা স্ট্রাইকারের একক নৈপুণ্যে প্রথমবারের মতো ফিফা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নের খাতায় নাম লেখায় ফ্রান্স। সেবার বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে দুই প্রতিপক্ষ ছিল ফ্রান্স ও আগের বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে ফ্রান্স।

১৮৫৯ উইলিয়াম গুডেলের ১৮৫৯ সালের পেটেন্ট ১২ জুলাই গৃহীত হয়েছিল। কাগজের ব্যাগ একটি আশ্চর্যজনক আবিষ্কার যা প্লাস্টিক দূষণ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় সহায়তা করেছে। আমরা কেবল আমাদের মুদিখানা বা দুপুরের খাবার কাগজের ব্যাগে বহন করি না, বরং এই অত্যন্ত কার্যকরী জিনিসটি বিভিন্ন উপায়ে কাজে আসে।

১৯২০
'নবযুগ' কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রাজনীতিবিদ মুজফ্ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় সান্ধ্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করল। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক।

১৮৫৪
জর্জ ইস্টম্যান (১৮৫৪-১৯৩২) নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। ইস্টম্যান কোডাক নামের কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৮ সালে মার্কিন উদ্ভাবক জর্জ ইস্টম্যান যখন প্রথম বহনযোগ্য 'কোডাক' ক্যামেরা বাজারে আনলেন, তখন তার দাম ছিল ২৫ ডলার। এতে প্রায় ১০০ ছবি তোলার মতো ফিল্ম থাকত। বহনযোগ্য হলেও বেশ বড় ট্রাইপডের ওপর বসাতে হত ক্যামেরাটিকে। আর ফিল্ম শেষ হলে ছবি বানাতে ক্যামেরাসমেত পুরো সেটটিকেই পাঠাতে হত কোডাকের ল্যাবরেটরিতে। ১৯০০ সালে ক্যামেরা শিল্পে যুগান্তকারী এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললেন ইস্টম্যান। ছোটখাটো গড়নের সত্যিকারের বহনযোগ্য এক ক্যামেরাই তৈরি করে ফেললেন তিনি। এর নাম দেওয়া হল 'ব্রাউনি'। ফিল্ম-সহ কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি ক্যামেরাটির দাম ছিল মাত্র এক ডলার! আর ফিল্ম থেকে ছবি বানাতে খরচ হত আরও দুই ডলার। রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ড. মাইকেল পিচার্ডের মতে এই ক্যামেরাটিই বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে সহায়তা করেছিল। নিজের জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলোকে অক্ষয় করে রাখতে আপনার খরচ হত যৎসামান্য। ক্যামেরাটি চালাতে কোনও বিশেষ প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হত না। একটি শিশুও এটি চালাতে পারত। এই স্বল্পমূল্য ও সহজ ব্যবহার পদ্ধতির কারণেই ব্রাউনি ক্যামেরা মানুষের মাঝে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৯০৪
পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩) এদিন চিলিতে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম রিকার্দো এলিসের নেফতালি রেইয়েস বাসোয়ালতো। ১৯৭১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। নেরুদাকে সাধারণভাবে চিলির জাতীয় কবি বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর সৃষ্টিকর্মগুলো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এবং প্রভাব বিস্তারকারী। কলম্বীয় ঔপন্যাসিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস একদা তাঁকে 'বিশ শতকের যে কোনও ভাষার সেরা কবি' বলে অভিহিত করেন।

পার্টির কর্মসূচি

অতিবর্ষণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে আউশগ্রামের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন এবং জনজীবন বিপর্যস্ত। বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার সাধারণ মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ত্রিপল-সহ খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করে। তিনি রাস্তা, কালভার্ট ও ব্রিজের খোঁজখবর নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব সহ-সভাপতি শান্তাপ্রসাদ রায়চৌধুরি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায় ও ছাত্রনেতা সুমন মুখোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪০

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. খেলাধূলা ৫. নিজেকে বড় ভাবে এমন, অহংকারী ৬. লাল কাপড় ৭.—মন অধিনায়ক জয় হে ৯. সদয়, কৃপাময় ১২. শ্রীবৃদ্ধি ১৩. অনেকরকম, বিবিধ ১৪. মেঘসমূহ।

উপর-নিচ : ১. —একি সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে ২. কৃত্রিম লড়াই ৩. বিবাহকার্য ৪. দাগ, চিহ্ন ৮. ছোট আঁটির সুস্বাদ আম ৯. সৈন্যসামন্ত ১০. মনুষ্যের মধ্যে হেয় ১১. বাতিল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৩৯ : পাশাপাশি : ১. মেয়াদ ৩. অডিটর ৫. তরুবিলাসিনী ৭. পরস্ত ৮. লোকেশ ১০. বিস্ময়জনক ১২. গজনল ১৩. নক্ষত্র। **উপর-নিচ :** ১. মেঘদীপ ২. দক্ষতন্তবায় ৩. অকবি ৪. রজনী ৬. লাভলোকসান ৯. শস্যক্ষেত্র ১০. বিভাগ ১১. জম্বাল।

১১ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১০৭৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৬১	৮৫.৩৮
ইউরো	১০১.৫৭	৯৯.৮৭
পাউন্ড	১১৭.৩২	১১৫.৩৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ শিল্পা শেঠী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

12 July, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১২ জুলাই ২০২৫
শনিবার

জোকা-মাঝেরহাট শাখায় বাড়ছে মেট্রো। ১৪ জুলাই থেকে দৈনিক ৬২টি রেকের বদলে চলবে ৭২টি রেক। ব্যবধান থাকবে ২১ মিনিটের

সব সেতুরই হবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নির্দেশ রাজ্যের পূর্ত দফতরের

প্রতিবেদন : রাজ্যের সব সেতুরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের পূর্ত দফতর। সম্প্রতি গুজরাতের বরোদায় ব্রিজ-বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করল রাজ্য। বয়সে পুরনো সব সেতুকে চিহ্নিত করে বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে রাজ্যের পূর্ত দফতর নির্দেশ দিয়েছে জেলাগুলিকে। সংশ্লিষ্ট জেলার পূর্ত দফতরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। রাজ্য জুড়ে প্রায় ২৫০০টি ছোট ও বড় সেতু রয়েছে। নির্দিষ্ট করে সময় বেঁধে না দিলেও তা শীঘ্র শেষ করার কথা জানানো হয়েছে দফতরের পক্ষ থেকে। নতুন করে রাজ্যের সেতু পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, পূর্ত দফতর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সুরক্ষাই এখন অগ্রাধিকার।

মেট্রোয় ব্যাঘাত যাত্রী ভোগান্তি

প্রতিবেদন : ফের ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা। চূড়ান্ত ভোগান্তি যাত্রীদের। শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে আংশিক পরিষেবা পাওয়া যায় গ্রিন লাইনে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের বদলে মেট্রো চলাচল করে শুধুমাত্র সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন পর্যন্ত। এর ফলে সকাল থেকে যে বিপুল সংখ্যক অফিসযাত্রী শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সেক্টর ফাইভের দিকে আসেন, তাঁদের ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হতে হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের পর থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

নথি তলব হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায়, কমিশনের কাছে সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামার নথি তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার ওই নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার আবেদনকারীদের অভিযোগ, অতিরিক্ত ১০ নম্বর দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের এগিয়ে রাখা হচ্ছে। পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার।

কাশ্মীর নিয়ে সন্ত্রাসবাদীসুলভ গদ্দারের মন্তব্যের নিন্দা সর্বত্র

প্রতিবেদন : কোনও সুস্থ-স্বাভাবিক সিরিয়াস রাজনীতিক একথা বলতে পারেন! কিন্তু দলবদলু গদ্দার অধিকারী শুধুমাত্র বিভাজনের রাজনীতি করতে গিয়ে ফের কুমন্তব্য করেছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বাংলার মানুষকে কাশ্মীর যেতে নিষেধ করছে কারণ সে-রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি।

এই তীব্র ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতার এই কুরুচিকর মন্তব্যের পাল্টা তাকে ধুইয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন।

প্রত্যেকেই বার্তা দিয়েছেন যে তাঁরা কাশ্মীরের পাশে আছেন। আমি জানি না শুভেন্দু অধিকারীর কী অ্যালার্জি হয়েছে! তাঁর সাফ কথা, বিজেপির কোনও নেতা বা সরকার রাজ্যবাসীকে কোনও জায়গায় যাওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারেন না। কোনও ফরমান জারি করতে পারেন না। কাশ্মীরের বদলে জম্মু যান। হিমাচল প্রদেশে, উত্তরাখণ্ডে যান। কাশ্মীরে বাঙালির যাওয়া উচিত নয়। গদ্দারের এই মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠেছে, তিনি একটি সম্প্রদায়কে নিশানা করতে পারেন কীভাবে? কীভাবে তিনি কাউকে কোনও জায়গায় যেতে নিষেধ করতে পারেন? তীব্র কটাক্ষে শশী পাঁজা বলেছেন, বিরোধী দলনেতার কাছে অবশ্য রাজ্য সরকারের থেকে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার অনেক বেশি ভাল! তবে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যের পর নিন্দার ঝড় সব মহলেই।

কড়া জবাব শশীর

■ শুক্রবার বিধাননগর পুরসভার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ করে সূচনা করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বোস, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী-সহ বিধাননগরের পুর প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

ভুয়ো ভিডিও, মিথ্যাচার ধরিয়ে দিলেন তৃণাঙ্কুর

প্রতিবেদন : আবার ফেক ভিডিও ছড়িয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা। বেলঘরিয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের 'ফেস্ট'-এর দৃশ্য বলে সংবাদমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওকে ভুয়ো বলে দাবি করে বিরোধীদের কুৎসা ওড়ালেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। মাথায় গ্লাস নিয়ে এক মহিলার সঙ্গে তৃণমূল ছাত্রনেতা রানা বিশ্বাসের নাচের দৃশ্য সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বিরোধীরা কোনও প্রমাণ ছাড়াই সেই দৃশ্যকে ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের 'ফেস্ট' বলে কুৎসা ছড়াচ্ছে। সেই অপপ্রচারের প্রসঙ্গে টিএমসিপি রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুরের দাবি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে কালিমালিপ্ত করতে এই ষড়যন্ত্র বিরোধীদের। ওটা কোনও কলেজ ফেস্টের ভিডিও-ই নয়। তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের বক্তব্য, এটি রানা বিশ্বাসের একেবারেই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। গতবছর ৯ এপ্রিল সল্টলেকের অর্কিড গার্ডেনে এক বন্ধুর অনুষ্ঠানে তিনি জনপ্রিয় 'জামাল কুদু' গানের সঙ্গে নাচ করেন। আর তাঁর মাথার গ্লাসে মদ নয়, জল ছিল। টিএমসিপি-কে কালিমালিপ্ত করতে এটা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র।

কাউন্সিলরকে সংবর্ধনা বাসিন্দাদের

প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বারাসতের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের তরফে ওয়ার্ডের তৃণমূল পুরপিতা দেবব্রত পালকে সংবর্ধনা জানানো হল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে মান্যতা দিয়ে এলাকার সমস্যা সমাধান করায়। পুর নির্বাচনে জয়লাভের পর কয়েক বছর ধরে দফায় দফায় আলোচনার মাধ্যমে তা রক্ষা করা এবং দীর্ঘ ১৮ বছরের সমস্যা সমাধানে এই সাফল্যের বিষয়ে ওয়াকিবহাল এলাকাবাসী স্বীকৃতি হিসেবেই এই উদ্যোগ নেন। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, উপপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়-সহ অন্য পুর পারিষদ, সমাজসেবী দেবাশিস মিত্র এবং আইএনটিটিইউসি নেতা অভিজিৎ আচার্য প্রমুখদের সহযোগিতায় এই উন্নয়নকাজ তিনি করে উঠতে পেরেছেন বলে সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে জানান পুরপিতা দেবব্রত।

জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন, ক্ষোভ প্রকাশ হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদার ও তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ভাইরাল ফোন-কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের প্রশ্ন, কমিশন কীভাবে তদন্তে হস্তক্ষেপ করে? কমিশনের তরফে আইনজীবী জানান, তাঁরা নির্দেশ নয়, পরামর্শ দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের হাতে কী প্রমাণ আছে পাল্টা প্রশ্নে জানতে চান বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কমিশন কেস ডায়েরি দেখতে চাইতে পারে না। দেশে বহু কমিশন থাকলেও, সবাই পুলিশের তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

এই মামলায় বীরভূমের এসপিকে সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে হাইকোর্ট। আগামী ১৪ জুলাই জাতীয় মহিলা কমিশনে সশরীরে নয়, ভার্চুয়ালি হাজিরা দেবেন বীরভূমের পুলিশ সুপার। আদালতের নির্দেশ, প্রাসঙ্গিক নথি ডিজিটালি পাঠাতে হবে এবং কোনও নথি পাঠানো সম্ভব না হলে তার কারণ জানাতে হবে। নথি যাচাইয়ের পর যদি কোনও পুলিশের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, তাহলে পুলিশ সুপার তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে পাঠাবেন।

■ মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। রয়েছেন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সব্যসাচী দত্ত, রথীন ঘোষ, নিমাই ঘোষ-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। শুক্রবার।

■ গুরুপূর্ণিমায় টালিগঞ্জ গান্ধী কলোনি সর্বজনীন পুজো কমিটির পরিচালনায় খুঁটিপুজো। উপস্থিত ছিলেন ৯৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত, ৯৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী।

তৃণমূল নেতা-খুনে গ্রেফতার দুই

প্রতিবেদন : রাতের অন্ধকারে ভাঙড়ের রাস্তায় গুলি করে তৃণমূল নেতাকে খুন। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে। বৃহস্পতিবার রাতে চালতাবেড়িয়ার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি রজ্জাক খাঁকে বাড়ির কাছেই প্রথমে গুলি করে ও তারপর কুপিয়ে খুন করা হয়। অভিযোগের তির আইএসএফের দিকে। রাতেই ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। শুক্রবার ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে তদন্ত করছেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা।

সম্পাদকীয়

12 July, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

নোংরা রাজনীতি

বাংলায় যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের রাজনৈতিক মূল্যবোধ যথেষ্টই থাকে। সে তিনি সরকারি দলের রাজনীতিক হোন কিংবা বিরোধী দলের। বাংলার মর্যাদা এখানেই। অন্য রাজ্যের রাজনীতিকদের সঙ্গে বাংলার তফাত এখানেই। কিন্তু এই তফাতের সীমারেখাটা ভারতীয় জনতা পার্টি ক্রমশ মুছে দিতে চাইছে। কুকথা, নোংরা কথা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে বাংলা বিজেপিতে শীর্ষস্থান পেতে চলেছে গদ্দার অধিকারী। তিনি এখন যে রাজনীতিটি করছেন সেটাকে বলা যায় অধঃপাতের রাজনীতি। ৪৮ ঘণ্টা আগে বাংলায় এসেছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং বাঙালিকে কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। রাজ্য রাজনীতিতে শমীক-দিলীপ জাঁকিয়ে বসায় গদ্দার ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হতে শুরু করেছে। তাই জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে বলে বসলেন, কাশ্মীরে যাবেন না, কারণ ওখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। একজন রাজনীতিক কতখানি অধঃপাতে গেলে এই ধরনের মন্তব্য করতে পারে! এতে আরও পরিষ্কার হয় রাজ্য বিজেপির পরিস্থিতি এখন ভাঁড়ে মা ভবানীর মতো। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াইয়ে পারছে না তাই ধর্মীয় ভেদাভেদের রাজনীতি প্রকাশ্যে করছে। বিজেপি দলটা এতটাই নিম্নগামী হয়েছে যে এই ধরনের মন্তব্যের পর কেউ ক্ষমা পর্যন্ত চায়নি। এটা দিয়ে প্রমাণিত হয়, শমীক ভট্টাচার্য বা দিলীপ ঘোষ আসলে গদ্দার অধিকারীর আর একটা মুখ। এরা সকলেই দেশবাসীর কাছে সর্বনাশা। এদেরকে ছাব্বিশের ভোটে ধুয়ে-মুছে সাফ করবেন জনতা-জনার্দনই।

আরে মোদিবাবু! এবার তো থামুন

বেকারবাহিনী, কালো টাকা আর গৃহহীন মানুষের প্রশ্নে ভারত বারবার শীর্ষস্থান দখল করেছে। আগে এবং আজও। মোদি জাতীয় রাজনীতিতে পা দিয়েই, দেশবাসীকে বোঝাতে চাইলেন, সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারতের এই দুর্দশার জন্য এক ও একমাত্র দায়ী নেহরু-গান্ধী পরিবার। তাঁর সোজা-সাপটা দাবি, সরকার গড়তে দিতে হবে বিজেপিকে এবং প্রধানমন্ত্রীর আসনে সুযোগ দিতে হবে তাঁকে। তাহলেই তিনি দিনে তারা দেখাতে শুরু করবেন। ব্যাপারটা কী রকম? দেশে বছরে ২ কোটি হারে নতুন চাকরি হবে। কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে দ্রুত। কালো টাকার শেষ দেখে ছাড়বে তাঁর সরকার। দেশে যত কালো টাকা আছে সেসব তো বটেই, বিদেশেও যত কালো টাকা পাচার হয়ে গিয়েছে, মোদি সরকার উদ্ধার করবে সেসবও। অর্থাৎ কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতির গলায় ফাঁস পরানো শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন, যত কালো টাকা উদ্ধার হবে তার হকদার একমাত্র দেশবাসী, দেশের প্রতিটি মানুষ। অতএব, ওই টাকা দেশবাসীর মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হবে সমান হারে। প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা করবে সরকার। স্বচ্ছতা আর সাম্যের এই অভূতপূর্ব খেল দেখবে বলে দেশের কোটি কোটি মানুষ উদ্বাহু হয়ে ভোট দিয়ে মোদি সরকার বসাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রাপ্তির ভাঁড়ারে কী জমা হয়েছে? জবাবে 'দুর্ভোগ'-এর অধিক বর্ণনা পাওয়া মুশকিল। বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশ। সামগ্রিক বেকারত্বের হারও মোটেই সুখকর নয়— ৫.৬ শতাংশ। কিন্তু কেন্দ্রের খাতায় বেকার কারা? কারাই বা রোজগেরে? সরকার বলছে, কেউ সপ্তাহে মাত্র এক ঘণ্টা কাজ করলেই তাঁকে আর 'বেকার' বলা যাবে না। সংশ্লিষ্ট নাগরিককে 'রোজগেরেই' ধরা হবে। একে কর্মসংস্থানে মোদিবাবুদের নয়া 'ভোজবাজি' বা নয়া 'জুমলা' ছাড়া আর কী বলবেন আপনি? শুধুমাত্র সংজ্ঞা বদলে দিলেই যদি বেকারদের ভাগ্য বদলে যেত, তাহলে তো কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কোনও কসরত করারই দরকার পড়ে না। পরিকল্পনা গ্রহণ, সেসব রূপায়ণের উদ্যোগও তাহলে এবার বাহুল্য গণ্য হবে। এই ফর্মুলায় ভারতকে এখনই 'উন্নত দেশ (ডেভেলপড কান্ট্রি)' ঘোষণা করে দিতেও আর বাধা থাকবে কেন? ২০৪৭ পর্যন্ত অপেক্ষার কী প্রয়োজন? তবে হ্যাঁ, এই বুজরুকি কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। বিদেশেও হাসির রোল উঠবে, নিশ্চিতভাবেই, এই যা!

— **প্রদীপ মহাপাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলা কেবল বাংলাদেশির ভাষা নয়

আর একবার মনে করিয়ে দিই, এঁরা দুজনেই বাংলা ভাষায় লিখতেন।

না। স্পষ্ট করে, সজোরে বলছি 'না'। মোদের গরব, মোদের 'আশা', আমাদেরই বাংলা ভাষা। পশ্চিমবঙ্গ বাসীর মুখের ও মনের ভাষা বাংলা ভাষা। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ও বাঙালিকে ঘিরে যে গভীর চক্রান্ত, যে প্রবল নষ্টামি চলছে, তার প্রতিবাদে, সত্যিটা ইতিহাস ধরে ধরে বুঝিয়ে দিলেন অধ্যাপক **ড. রূপক কর্মকার**

একবার ভাবুন তো যদি এমন হত, যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন বলে তাঁকে বাংলাদেশি বলে ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। আসলে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে হারাতে চলেছি, যে ভাষা বিশ্বদরবারে একটা জাতি-কে গৌরবান্বিত করেছে, সেই ভাষার অবহেলা আমাদের সংস্কৃতি-কে যে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দেবে তা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদের দেশে ভাষার কারণে যে উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে তা যথেষ্ট বেদনাদায়ক। যে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বাধিক বহুল প্রচারিত ভাষা বাংলা, সেইখানে ভাষার নিরিখে শ্রেণিবিভাগ বেশ আশ্চর্যজনক সবার কাছেই।

আসলে বাংলাদেশের অবনমনের ফলে বাংলা ভাষার প্রতি বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষাভাষীর মানুষের তীব্র হিংসা প্রকট পাচ্ছে, আর তাতে সায় দিচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি। আসলে এর দায় কিছুটা আমাদের ওপরও বর্তায়। আমরা যখনই রাজ্যের গণ্ডি পার করি, তখনই আমাদের ওপরে এক পাশ্চাত্য ভূত ভর করে। নিজেদেরকে সমস্ত ভাষার অধিকারী বোঝানোর জন্য বাঙালির রং-টা পাল্টে নানান ভাষার রঙে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করি। ভাগ্যিস আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেটা করেননি। তা-হলে আমাদের আর রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে পাওয়া হত না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হোক বা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সময়ে সময়ে বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার পরিচিতিকে যে শুধু সমৃদ্ধ করেছে তা নয়, মনীষীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমেই বাংলা ভাষা বিশ্ব দরবারে একটি সম্মানজনক স্থান পেয়েছে। যার ধারা নবীন প্রজন্ম এখনও ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়, উইকিপিডিয়া তথ্য অনুযায়ী ১৩৫২ সালে হাজি শামসুদ্দিন ইলিয়াস নামে একজন মুসলিম অভিজাত শাসক 'শাহী বাঙ্গালা' নামে একটি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে এবং ইলিয়াসশাহ বাঙালিয়ান উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে অখণ্ড বাংলার শাসক ঘোষণা করেন। এই যুগেই বাংলা ভাষা প্রথম রাষ্ট্রীয় সমর্থন পেয়ে সাহিত্যিক উন্নয়ন প্রতিপাদন করে। বাংলা ভাষা তার সমৃদ্ধ সাহিত্য এবং সংস্কৃতির জন্য বিশ্বব্যাপী মানুষের এর মননে গেঁথে রয়েছে। বাংলা শুধু একটা ভাষা নয়, এটি বাঙালির আবেগ, অনুভূতি ও ঐতিহ্যের ধারক। বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের মাধুর্যকে সামনে রেখে এই ভাষাকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। তবে এই স্বীকৃতি পেতে যে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে তা কিন্তু আমরা হেলায় হারাচ্ছি। ১৯৫১-'৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে বর্তমান বাংলাদেশের মানুষদের ওপর বাংলা-কে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেওয়া এবং উর্দুকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ফলস্বরূপ ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহু ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী নিহত হন এই ভাষা আন্দোলনের স্বার্থে। তবে থেকেই বাংলাদেশে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি 'ভাষা দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা প্রদান করে তবে থেকেই বিশ্বব্যাপী এইদিনটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়। শুধু বাংলাদেশে নয় ১৯৫০-এর দশকে ভারতের বিহার রাজ্যের মানভূম জেলায় এবং পরবর্তীতে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে অসম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় আমরা এই ভাষা আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছি। ২০১০ সালে ইউনেস্কোর মতে বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্ট ভাষার স্বীকৃতি পেলেও বর্তমান সময়ে ভারতীয় নবীন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষার প্রতি অনীহা বিপদের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইউনেস্কোর মতে পৃথিবীতে বহু ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার পথে এবং এমন কিছু ভাষা আছে যাতে কম লোকই কথা বলে অর্থাৎ সংখ্যাটা হাতে গুণে বলে দেওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় যদি বলি মানুষের যেমন জন্ম মৃত্যু আছে তেমনি হয়ত ভাষারও জন্ম-মৃত্যু আছে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মৃত্যু আর শাস্তিতে মৃত্যুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। যা সময়ের তালে তালে আরও বেশি করে প্রকট হচ্ছে।

২০১১ সালের ভারতের জনগণনার তথ্য বলছে বাংলা হল দেশের মানুষের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্যভাষা এবং চতুর্থ দ্রুততম বর্ধীয়ান ভাষা। ১৯৫০ সালে প্রারম্ভিক কাল থেকেই বাংলা ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ভাষা। ভারত সরকার কর্তৃক ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবরে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা হল বাংলা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্যভাষা বাংলা। এছাড়া ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, মেঘালয়, মিজোরাম, ওড়িশার মতো রাজ্যগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। এতকিছু সত্ত্বেও কখনও রাজনৈতিক আগ্রাসন, কখনও সংস্কৃতিক আগ্রাসন আবার ভাষার প্রতি অবহেলা, ফলে বাংলা ভাষা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ ভারতবর্ষ যে সংস্কৃতির বড়াই করে, তার সিংহভাগটাই বাঙালিদের দেওয়া অবদান, কিন্তু সেই দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা দেশের শেষের শ্রেণিতে চলে গেছে। যার ফলস্বরূপ আমাদের মতো যারা বাঙালি তারা জনসমক্ষে অপদস্ত হচ্ছে। এমনকী এই নির্দয়তা এতটাই আমাদের পিছনে ফেলেছে যে দেশের গন্ডি পার করে আমাদের পরদেশে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে তবে অচিরেই বাংলা ভাষা তার গৌরব হারিয়ে ফেলবে এবং বাঙালি বলে যে গর্ব আমরা সমাজের কাছে করছিলাম তা এক প্রকার লজ্জার হবে।

সেদিন ওরা মেরেছিল, আজ এরা মারছে। ওরা পারেনি, এরাও পারবে না।

আমরা এখনও বিশ্বাস করি প্রতিটা ভাষার সমান গুরুত্ব আছে এই অখণ্ড ভারতবর্ষে। ভাষার গুরুত্ব যেদিন হারিয়ে যাবে, বহির্বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির গৌরব ও ঐতিহ্যেরও মৃত্যু হবে। এবার ভারতবর্ষের নানান রাজনৈতিক দল ঠিক করুক ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী থাকবে নাকি সংস্কৃতিমনা একটা জাতিকে উপড়ে ফেলে সভ্যতার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

ইছামতীতে ভেসে এল অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য বাঁকড়া এলাকায়। কীভাবে এল ওই দেহ, তদন্তে হিঙ্গলগঞ্জ থানা। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে

সন্দেশখালিতে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় মহিলাদের নজরকাড়া জমায়েত

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : ২১ জুলাই দলের শহিদ সমাবেশকে সামনে রেখে শুক্রবার মেগা সভা হল সন্দেশখালির ন্যাজাটে।

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এই সভায় উপচে পড়েছিল মহিলাদের ভিড়। মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সবিতা রায় সন্দেশখালির মহিলাদের উপর হওয়া বিজেপির অত্যাচার ও কুৎসার কথা উল্লেখ করে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য লাগাতার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনিই মহিলাদের নিরাপত্তা দিচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত আরও শক্ত করতে এবং আমাদের শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে আগামী ২১ জুলাই ধর্মতলায় জমায়েত হতে হবে। তিনি বলেন, ওইদিন সন্দেশখালি থেকে হাজার হাজার মহিলা ধর্মতলায় যাবেন। আব্দুর রহিম ২১ জুলাইয়ের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে বলেন, বাম জমানার সন্ত্রাস মুছে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় আবার নবজাগরণ হয়েছে। বাংলায় সম্প্রতি, সৌহার্দ বজায় রাখতে গেলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প কিছু নেই। তাঁর দিকনির্দেশিকা পেতেই সেদিন আমরা সকলে হাজির থাকব ধর্মতলায়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বাদুড়িয়া বিধানসভার বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম-সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা।

■ ধর্মতলা চলো। সন্দেশখালির মঞ্চ থেকে কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দিল মহিলা ব্রিগেড। শুক্রবার।

তৃণমূলে যোগ ৫০০ বিজেপি ও আইএসএফ নেতা-কর্মীর

■ কর্মীদের হাতে পতাকা তুলে দেন বিধায়ক জয়দেব হালদার।

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় মন্দিরবাজার বিজেপি-আইএসএফ থেকে বিপুল যোগদান তৃণমূলে। শুক্রবার মন্দিরবাজার বিধানসভার অন্তর্গত গাবেবেড়িয়া অঞ্চলে বিজেপি ও আইএসএফ ছেড়ে প্রায় ৫০০ নেতা-কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তৃণমূলের সুন্দরবন জেলা সভাপতি তথা মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদারের যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। দলবদলকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন, ছাব্বিশে নির্বাচনের আগে মন্দিরবাজারে বিরোধীদের দেখা যাবে না। কারণ, তারা মানুষের পাশে থাকে না, শুধু ভোটের সময় তাঁদের দেখা যায়। আর মা-মাটি-মানুষের সরকার মানুষের সুখ-দুঃখে সবসময় পাশে ছিল, আছে, থাকবে। তাই বিরোধীশূন্য হবে এই বিধানসভা।

ভুল প্রশ্নে নতুন কমিটি হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় ভুল প্রশ্নের অভিযোগে ফের নতুন কমিটি গঠন করল হাইকোর্ট। ২০১৭ ও ২০২২ সালের ৪৭টি প্রশ্ন ঘিরে বিতর্কে আগের কমিটির মতভেদ থাকায়, বিচারপতি সৌমেন সেনের বেঞ্চ যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি ও পর্ষদের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করেছে। দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ। এই কমিটি প্রশ্নপত্রে গণিত ও ইংরেজির ভুল প্রশ্নগুলি খতিয়ে দেখবে।

বাড়তে পারে আবেদনের সময়সীমা

এসএসসি

প্রতিবেদন : এসএসসিতে শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের শেষ সময়সীমা ছিল ১৪ জুলাই পর্যন্ত। তবে সেই আবেদনের মেয়াদ আরও সাতদিন বাড়ানো হবে বলেই জানা গিয়েছে। অর্থাৎ ১৪ জুলাইয়ের পর আরও সাতদিন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এসএসসি। ইতিমধ্যেই এই সময় বাড়ানো নিয়ে প্রস্তাব গিয়েছে শিক্ষা দফতরের কাছে। শীঘ্রই সেখান থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত আসবে বলে জানা গিয়েছে। গত ১৬ জুন থেকে এসএসসি পোর্টালের মাধ্যমে নিয়োগের আবেদন নেওয়া শুরু হয়। এদিকে শুক্রবার পর্যন্ত ৪ লক্ষ ১০৪টি নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন জমা পড়েছে। আবেদন বাড়ানোর ব্যাপারে এসএসসি'র এক সূত্র জানাচ্ছেন, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে চাকরির প্যানেলে বাতিলের রিভিউ পিটিশন দায়ের করছে। জুলাই মাসের শেষ দিকে পিটিশনের শুনানি হওয়ার কথা। তাছাড়া ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে চারদিন পোর্টাল বন্ধ ছিল। সেই সময় অনেকেই আবেদন করতে পারেননি। এছাড়াও এসএসসি নিজেদের বেশ কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কথাও শিক্ষা দফতরকে জানিয়েছে ইতিমধ্যেই। সবমিলিয়ে রাজ্যের শিক্ষিত যোগ্য ছেলেমেয়েরা যাতে নিয়োগের সুযোগ বেশি করে পায় তার জন্যই আবেদনের সময়সীমা বাড়ানও হচ্ছে।

■ পুলিশ কর্মীকে এসএফআই নেত্রীর চড় মারার প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিট ক্রসিংয়ে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। নেতৃত্বে অভিরূপ চক্রবর্তী।

কমবে খরচ, অ্যালাইজার বিকল্পে আধুনিক মেশিন বসল বারাসত মেডিক্যাল কলেজে

সংবাদদাতা, বারাসাত: এই প্রথম রাজ্যের কোনও সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বসল অত্যাধুনিক মেশিন। রাজ্যের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় নজির গড়ল বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এবার থেকে এখানে আর অ্যালাইজা পদ্ধতিতে নয়, বরং ইলেক্ট্রোকেমলুমিনেশন পদ্ধতিতে হবে পরীক্ষা। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দাবি, এই মেশিনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অত্যন্ত নিখুঁত রিপোর্ট মিলবে। ফলে উপকৃত হবে জেলাবাসী।

থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আর দৌড়াতে হবে না বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র বা সেন্ট্রাল ল্যাবে। এই উন্নত মেশিনের মাধ্যমে বিনামূল্যে করা হবে থ্যালাসেমিয়া, ক্যানসার-সহ বিভিন্ন হরমোনাল পরীক্ষা। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সে অর্থে উন্নত প্রযুক্তি না থাকায় বেসরকারি সংস্থার দ্বারস্থ হতে হত এ-ধরনের উচ্চমানের পরীক্ষার ক্ষেত্রে। এবার এই সমস্যার মুশকিল আসান করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সময় পরিবর্তন হলেও, পুরনো পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েই এতদিন চলছিল চিকিৎসা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এতদিন যাবৎ বারাসত মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন হরমোনাল পরীক্ষা করা হত প্রাচীন 'এলাইজা' পদ্ধতিতেই। তবে, এবার থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এ-ধরনের পরীক্ষায় ব্যবহৃত হতে চলেছে অন্যতম আধুনিক পদ্ধতি 'ইলেক্ট্রোকেমলুমিনেশন' প্রক্রিয়া।

এতদিন যাবৎ হামেশাই এ-ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ল্যাব অথবা বেসরকারি সংস্থার দ্বারস্থ হতে হয়েছে রোগীদের। এবার জেলার একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ বারাসতে উন্নত প্রযুক্তির সমস্ত পরিকাঠামো পেয়ে খুশি রোগীদের পরিবার। বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবনের তৃতীয়তলার সার্ভিস ল্যাবরেটরি রুমে উন্নত প্রযুক্তির মেশিনের একটি ট্রায়াল মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। আগামী সোমবার থেকে শুরু হবে বিভিন্ন হরমোনাল পরীক্ষা পরিষেবা। বারাসত মেডিক্যাল কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবনের এই পরীক্ষা কেন্দ্রের ট্রায়ালের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল সুহৃতা পাল, এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা, বিভিন্ন সিনিয়র ল্যাব টেকনিশিয়ান-সহ জুনিয়র চিকিৎসকরা। মেশিন চালিয়ে পরীক্ষা এবং বারাসত মেডিক্যাল কলেজের সমস্ত ল্যাব টেকনিশিয়ান ও জুনিয়র চিকিৎসক-সহ পড়ুয়াদের মেশিনের কাজ সম্পর্কেও যাবতীয় তথ্য প্রদান করেন প্রিন্সিপাল ও এমএসভিপি।

রাজ্য সভাপতির কপালে পচা ডিম

কংগ্রেসের এ কী আন্দোলন

প্রতিবেদন : বুধবার ছিল লালবাজার অভিযান। সেখানে পুলিশকে পচা ডিম ছুঁড়ে মারতে গিয়ে সেই ডিম সটান গিয়ে লাগল নিজেদেরই রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কপালে। তবেই বুঝুন! এই হল কংগ্রেসের আন্দোলনের নমুনা! যিনি এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন, কংগ্রেসের সেই কর্মী কিংবা নেতা সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলন চুলোয় দিয়ে পিঠটান দিয়েছেন। এখন কংগ্রেসের নয়া রাজ্য সভাপতি পড়েছেন বেজায় ফাঁপরে। নিজের দলের মিস ফায়ারের এই চরম লজ্জা ঢাকতে জনান্তে বলছেন। ও কিছু নয়! গোটা ঘটনায় কংগ্রেসের অন্দরে-বাইরে চলছে চাপা হাসি।

শালিমারে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল

সংবাদদাতা, হাওড়া: পূরণ হল প্রতিশ্রুতি। হাওড়ার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের শালিমার এলাকার প্রায় ৪০টি বাড়িতে পৌঁছে গেল পানীয় জল। শুক্রবার ওই এলাকায় একটি বোরিং মেশিনের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক ও হাওড়া সদর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরি। এবার থেকে ওই বোরিং মেশিন দিয়ে জল তুলে এলাকায় সরবরাহ করা হবে। বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি জানান, বোরিং মেশিনের মাধ্যমে জল তোলার ফলে ৪০টি নিম্নবিত্ত পরিবারে পানীয় জল পৌঁছে যাবে। শুক্রবার থেকেই এই নতুন চালু হওয়া বোরিং মেশিন থেকে জল তুলে ওই বাড়িগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হল। এদিকে এতদিনের সমস্যা মিটিয়ে বাড়িতে পানীয় জল পেয়ে খুশি ওই ৪০টি পরিবার।

রাজ্য

12 July, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ কলকাতার গড়ফায় ফ্ল্যাট থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। মৃত যুবকের নাম বিকাশ দত্ত (৩৫)। তিনদিন ধরে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে গন্ধ ছড়ালে গড়ফা থানার পুলিশ শুক্রবার দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে

সুডা-র সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বড় সাফল্য

প্রথম ডেঙ্গিমুক্ত এলাকা স্বীকৃতি পেল পানিহাটি

প্রতিবেদন: টানা তিন মাস একটিও ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মেলেনি পানিহাটি পুরসভা এলাকায়। রাজ্য নগরোন্নয়ন সংস্থা সুডা-র সাম্প্রতিক সমীক্ষায় একথা উঠে আসায় পানিহাটি প্রথম ডেঙ্গি-মুক্ত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিয়মিত বাড়ি বাড়ি পর্যবেক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রাজ্যের মধ্যে এই ধরনের নজিরবিহীন সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে বলে দাবি পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের।

প্রশাসনের তৎপরতায় এবার রাজ্যে ডেঙ্গির প্রকোপ আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। ২০২৩ সালের তুলনায় চলতি বছরে ডেঙ্গি ৪০ শতাংশ কম বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আগের মতো আর মহামারীর চেহারা নিচ্ছে না বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৬,৯১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট ডেঙ্গি প্রতিরোধ বাহিনী কাজ করছে। শহরাঞ্চলে সচেতনতা বাড়ায় ডেঙ্গির সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাঁর বক্তব্য, কলকাতায় এখনও সেভাবে ডেঙ্গি দেখা যায়নি। জল জমা সমস্যা নিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, শহরের ৯০ শতাংশ জায়গায় জল জমার কথা নয়, যদি ইরিগেশন ক্যানেল ঠিক থাকে। আমরা ইরিগেশন দফতরের সঙ্গে একাধিক দফায় বৈঠক করেছি যাতে এই ক্যানেলগুলি কার্যকর থাকে। ডেঙ্গি প্রতিরোধে সরকারের সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি তিনি নাগরিকদেরও সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

কাঁথিতে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় জনতার ঢল

বিপুল সমর্থন নিয়ে ছাব্বিশেও ফিরছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

■ একুশে জুলাই 'ধর্মতলা চলো' কর্মসূচির সমর্থনে কাঁথি সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের প্রস্তুতিসভায় বক্তব্য রাখছেন কুণাল ঘোষ। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : ছাব্বিশের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলার মসনদে ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে তিরিশের নিচে নামিয়ে দিন, যাতে বিরোধী দলনেতা বলে কিছু না থাকে। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এবার লক্ষ্য হবে ১৬-তে ১৬। কিন্তু কোনও মতেই ১৪-এর নিচে নামা যাবে না। শুক্রবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে দাঁড়িয়ে এই আহ্বান জানালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে আয়োজিত ভিড়-ঠাসা সভায় কুণাল ফের মনে করিয়ে দেন একুশে জুলাইয়ের তাৎপর্য, নেত্রীর অবদান ও সিপিএমের লাগামহীন সন্ত্রাসের কথা।

তিনি বলেন, ভুললে চলবে না, আজ আমাদের যে সচিত্র ভোটার কার্ড রয়েছে তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান। ১৪ জন শহিদের রক্তের বিনিময়ে তা আমরা পেয়েছি। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসকর্মীরা মহাকরণ দখল করতে যায়নি। সিপিএম মিথ্যে প্রচার করে। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারা হয়েছিল, ভেঙে দেওয়া হয়েছিল মঞ্চ। মাইকের তার কেটে দেওয়া হয়। এমনকী তাঁকে খুন করার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নেত্রীকে দমানো যায়নি।

সিপিএমের সন্ত্রাসের ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে কুণাল বলেন, এই প্রজন্মের কাছে সিপিএমের আসল রূপ তুলে ধরতে হবে। বিজেপি নারীদের সম্মান নিয়ে বড় বড় কথা বলছে। ওরাই মেয়েদের সম্মান করে না। বাংলার মানুষকে সম্মান করে না। বাজকুল কলেজে এক ছাত্রীকে মারা হল। অভিযুক্ত একজন এবিভিপি কর্মী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে গ্রেফতার করার দাবি জানাচ্ছি। এরাই আবার নারী সুরক্ষা যাত্রার নামে নাটক করছে!

সামনে আরও একটা একুশে জুলাই। কুণাল বলেন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। এই সরকার অনেক ভাল ভাল কাজ করছে। সেগুলোর প্রচার করুন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারে থাকুন। যাঁরা সরে গিয়েছেন তাঁদের কাছে টেনে নিন। একুশে জুলাই সবাই ধর্মতলা চলুন। তৈরি হোক জমায়েতের নতুন নজির।

ফোর্ট উইলিয়ামে উঁকিঝুঁকি, ধৃত এক বাংলাদেশি

প্রতিবেদন : অনেক দিন থেকেই ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে ঘোরাঘুরি করছিল আরকে ব্যক্তি। ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর প্রবেশেরও চেষ্টা করে। ধরা পড়তেই বেরিয়ে এল ওই ব্যক্তির দুটি ভুয়ো আধার কার্ড। এমনই এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল সেনা গোয়েন্দা ও পুলিশ। ওই ব্যক্তির থেকে দুটি আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে। সেখানে ব্যক্তির দুই রকম পরিচয় লেখা রয়েছে। ধৃত ওই বাংলাদেশির নাম আজিম শেখ। তার আসল বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলার নরালি এলাকার কালিয়া গ্রামে। এদিন তাঁকে সেনা সদর দফতরের পাঁচিলের আশপাশে একাধিকবার ঘুরতে দেখা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, আজিম দু বছর আগে সীমান্ত পার করে এক দালালের মাধ্যমে বনগাঁয় আসে। সেখান থেকে আসে কলকাতায়। গার্ডেনরিচ এলাকার একটি প্রায়-পরিত্যক্ত আবাসনে একটি ঘরে আজিমের থাকার ব্যবস্থা হয়। এরপর সে নিয়ে আসে তার মাকেও। তার মায়ের আধার কার্ড থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা গিয়েছে মা ও ছেলের বয়সের পার্থক্য মাত্র ৬ বছর। এই দেখেই আরও সন্দেহ হয় গোয়েন্দাদের। সে বিভিন্ন অছিলায় ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর প্রবেশেরও চেষ্টা করে। সেনাবাহিনীর সিসিটিভি ফুটেজে তার সন্দেহজনক চলাফেরা ধরা পড়ে। এরপরই সেনা গোয়েন্দারা তার উপর নজরদারি শুরু করেন। সেনাদের তরফে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে হেস্টিংস থানা। ধৃত বাংলাদেশির মোবাইল পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

নিম্নচাপের সঙ্গে কমছে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ডে সরে যাওয়ার কারণে কমেছে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে তা সাময়িক। বঙ্গে বর্ষার সক্রিয় প্রভাব থাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। শহর ও শহরতলি জুড়ে মেঘলা আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি থাকবে একই রকম। দক্ষিণে খানিকটা বৃষ্টি কমলেও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রবিবার থেকে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গেও। শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা-মাঝারি বৃষ্টি হলেও তার পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য বাড়বে। সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে।

পড়ুয়াদের সামাজিক করার লক্ষ্যে পর্ষদের নয়া উদ্যোগ

প্রতিবেদন: শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, হয়ে উঠতে হবে জনমুখী, সামাজিক। বাড়াতে হবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এবার এই নিয়েই বিভিন্ন জেলা থেকে ১২০০ শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগামী ১ আগস্ট এই আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিক্ষাসচিব বিনোদ কুমার, পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শিক্ষা দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল লার্নিং' নিয়েই হবে আলোচনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় বলেন সমাজের জন্য কাজ করতে হবে। তাই পড়ুয়াদের এখন থেকেই সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। এছাড়াও পড়ুয়াদের সৃজনশীল করে তুলতেও তাঁদের পাঠ দেওয়া হবে স্কুলে স্কুলে। সেদিনের আলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলি নিয়ে শিক্ষকদের পরবর্তী ছমাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরমধ্যেই প্রশিক্ষণ নিতে নিতেই পড়ুয়াদের সৃজনশীল করে তোলার পাঠ দিতে থাকবেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্কুলপড়ুয়াদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কেমন ব্যবহার করা উচিত, কী ভাবে কারোর সঙ্গে কথা বলা দরকার, ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য কতটা সেই বিষয়েই পাঠ দেওয়া হবে। দেখা যায় স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে অনেক সময় অসাধুতা, অসম প্রতিযোগিতা, নেতিবাচক স্বভাব তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়গুলির প্রভাব কাটাতেই পাঠ দেবেন প্রশিক্ষকরা।

■ হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সেলের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। ছিলেন অরূপ রায়, গৌতম চৌধুরি, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

■ একুশে জুলাই-এর সমর্থনে ৯৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা তৃণমূলের মিছিল। নেতৃত্বে দক্ষিণ কলকাতা জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর মৌসুমি দাস ও রুমা মণ্ডল প্রমুখ। শুক্রবার।

একুশে জুলাই-এর প্রচারে বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা। বক্তব্য রাখছেন যুব নেতা কৈলাস মিশ্র। রয়েছেন সীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তবজিল আহমেদ, রিয়াজ আহমেদ, ভাস্কর গোপাল চট্টোপাধ্যায় বিশ্বজিত মণ্ডল, সুরজিত চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

12 July, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১২ জুলাই ২০২৫
শনিবার

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ-সহ ২ জনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি এসটিএফ। শুক্রবার গোপন খবর পেয়ে ফুলবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায়। একটি মালবাহী গাড়ি থেকে এই বিপুল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়

উত্তরের ২ জেলায় বাম-বিজেপিতে ভাঙন, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

কোচবিহারে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

জলপাইগুড়িতে যোগদানকারীদের সঙ্গে বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার : ২৬-এর বিধানসভার আগেই বাংলায় বিরোধীদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিদিন বিরোধী শিবিরে ধস এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বাম-বিজেপি ছেড়ে নেতা-কর্মীরা দলে দলে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। শুক্রবার কোচবিহারে মিউনিসিপালিটি ওয়ার্কারস অ্যান্ড এমপ্লয়জ অ্যাসোসিয়েশনের ২৪ জন বামকর্মী যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মচারী ইউনিয়নে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি রাজেন্দ্র বৈদ-সহ কোচবিহার পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর-সহ কর্মচারী ইউনিয়নের বিভিন্ন সদস্য। বামকর্মী ইউনিয়ন ছেড়ে তৃণমূলকর্মী ইউনিয়নে যোগদান করা কর্মচারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং আইএনটিডিএসি দলীয় পতাকা তুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এদিনই কোচবিহারের জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে শুক্রবার দুপুরে এই যোগদান কর্মসূচি হয়েছে। কোচবিহার পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী ১৯২ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য রেণুকা দাস যোগদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এ নিয়ে ১৮৯তম যোগদান কর্মসূচি হয়েছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে। একইভাবে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন পানিকৌড়ি অঞ্চলের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা হিমানি মণ্ডল বিশ্বাস-সহ ৫০ জন সক্রিয় কর্মী। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক ও জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ ও মানবিক নেতৃত্বেই মানুষ আজ আশ্বস্ত। বিজেপি শুধু বিভাজনের রাজনীতি করে। কাজের রাজনীতি করে না। তাই একের পর এক মানুষ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসছেন। যাঁরা যোগ দিলেন, তাঁরা আগামিদিনে মানুষের পাশে থেকে জনসেবা করবেন— এটাই আমাদের আশা।

মিছিলে আহ্বান

■ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের আহ্বানে রাজ্য জুড়ে চলছে সভা, মিছিল। রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমর্থন ইঙ্গিত দিতে ধর্মতলার সমাবেশে হবে জনজোয়ার। শুক্রবার এরই অঙ্গ হিসাবে দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির শিলিগুড়ি টাউন ২ ব্লকের উদ্যোগে হল মিছিল। ছিলেন নির্জল দে, সাধন রায়, সৌম্য মজুমদার, সুজিত ভৌমিক (মাদু), রাকেশ পাল, বিশ্বজিৎ সরকার, বাপ্পা দত্ত, গোপাল ঘোষ।

প্রতারণায় গ্রেফতার

■ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মী। শিলিগুড়ির ঘটনা। অভিযুক্তের নাম বিনীত শর্মা। সিকিমের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির বাসিন্দা। বেসরকারি একটি ব্যাঙ্কে দীর্ঘদিন থেকে রিলেশনশিপ ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। অভিযোগ পেয়েই ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। পালিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ওই আধিকারিককে গ্রেফতার করে।

নির্যাতনে ধৃত ১

■ নাবালিকার সঙ্গে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার এক। ভক্তিনগর থানার আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ২৭ জুন নাবালিকার পরিবারের লোকেরা অন্যান্য দিনের মতো কাজে বেরিয়ে যান। এই সুযোগে ওই অভিযুক্ত তরুণ মেয়েটিকে ডেকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। অভিযোগ সেখানেই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পক্সো আইনে মামলা রুজু হয়। তদন্ত নেমে আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

আবাসনের উদ্বোধন

■ কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কোচবিহার পুলিশ লাইনের পাশে দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নাবস্থায় পরে থাকা একটি পুলিশ আবাসনের মেরামত করে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা হয়। শুক্রবার সেই আবাসনটি উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার। ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মীনা এবং কোচবিহার পুলিশের অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

বিপর্যস্ত টোটগাঁওয়ের পাশে প্রশাসন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: একটানা বৃষ্টি। তিস্তার জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত টোটগাঁও। মাল ব্লকের বাগরাকোটে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত এই গ্রামের প্রায় ৪৫টি বাড়ি রাতারাতি তিস্তার জলে প্লাবিত হয়ে পড়ে। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণ। এলাকা পরিদর্শনে পৌঁছান মাল মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডাল, বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান পুনম লোহার এবং সেচ দফতরের বাস্তুকাররা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এক হাঁটু জল ভেঙেই ত্রাণসামগ্রী হাতে তুলে দেন মহকুমা শাসক ও বিডিও। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে পৌঁছে যায় শুকনো খাবার, প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও আশ্বাস— রাজ্য সরকার পাশে আছে। এদিন মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডাল জানান, পরিস্থিতির উপর আমরা কড়া নজর রাখছি। প্রয়োজনে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই দ্রুত ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় খুশি গ্রামবাসীরাও।

■ দুর্গতদের দেওয়া হচ্ছে ত্রাণ।

সমস্যা শুনে সমাধান বলে দিলেন গৌতম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: পুরনিগমের উদ্যোগে চালু হওয়া মানুষের কাছে চলো কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনের পর্যালোচনা বৈঠক হল শুক্রবার। মেয়র গৌতম দেব এদিন প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ৩৩, ৫ ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যা শোনেন। সমাধানের আশ্বাস দেন। বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে কিছু ওয়ার্ডে কাজের গতি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র। এই কর্মসূচির লক্ষ্য, শহরের মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের সমস্যার বাস্তব ছবি জানা এবং দ্রুততার সঙ্গে তার সমাধান করা। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে বলে জানা যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে আরও তরান্বিত করতে উদ্যোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও তরান্বিত করতে নেওয়া হচ্ছে একাধিক পরিকল্পনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বিষয়েই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল প্রোগ্রেসিভ হেলফ অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার জলপাইগুড়ির মাল পুরসভার কনফারেন্স হলে হয় এই সংগঠনের জেলা শাখার তৃতীয় বৈঠক। ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ডাঃ করবী বড়াল, জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কল্যাণ খাঁ, ডাঃ সুরজিৎ সেন এবং জেলার প্রাক্তন সিএমওএইচ ডাঃ জগন্নাথ সরকার প্রমুখ। ডাঃ করবী বড়াল জানান, সংগঠনের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়িতে এটি তৃতীয় সভা, এবং এবার মালবাজারে সভার আয়োজন করা হয়েছে যাতে আরও বেশি সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী অংশ নিতে পারেন। তিনি জানান, এদিনের সভায় মূলত দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক, স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্যা শোনা এবং তার সমাধানে পরামর্শ দেওয়া। পাশাপাশি সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা। এই সভার মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণিত হল স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রাজ্য।

■ বৈঠকে উপস্থিত সংগঠনের সদস্যরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 July, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিতেই জেলায় জেলায় জনজোয়ার

■ একুশের প্রস্তুতিসভায় বক্তব্য পেশ করছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন। শুক্রবার, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে, কাঞ্চনতলা ঘাটে।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিপর্বে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় তৃণমূলের ময়না ব্লকের উদ্যোগে মিছিল ও জনসভা। নেতৃত্বে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের চাপে ওড়িশা ছাড়তে বাধ্য হল ১৩ জনকে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ওড়িশার ঝাড়সুগুদার জেলাশাসককে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফোন করে কেতুগ্রামের চর সুজাপুরের আটকে থাকা ১৬ জনকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি করেছিলেন পূর্ব বর্ধমানের

■ কবে ফিরবে ওরা ওড়িশা থেকে। উদ্বিগ্ন বাড়ির লোক।

জেলাশাসক আয়েষা রানি এ। ওঁরা বহুকাল ধরেই চর সুজাপুরেই থাকেন, সেই নথিও হোয়াটসঅ্যাপে ঝাড়সুগুদার জেলাশাসককে দিয়েছিলেন জেলাশাসক। নথি চালাচালির ছ'ঘণ্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে 'ডিটেনশন' শিবির থেকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটকে রাখা চর সুজাপুরের বাসিন্দাদের ছাড়া হতে থাকে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ১৩ জনকে ছেড়েছে ওড়িশা সরকার। এদিন দুপুরেও দুই জেলাশাসকের মধ্যে কথা হয়েছে। আয়েষা রানি জানান, বাকিদেরও ছেড়ে দেবে।

শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া চর সুজাপুরের ১৩ জন এখনই বাড়িমুখো হচ্ছেন না। তাঁদের মধ্যে আজাবুল শেখ বলেন, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের ফোন পেয়েই ওড়িশা সরকার নড়েচড়ে বসে। সন্ধে থেকেই আমাদের ছাড়ার জন্যে তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, জমির নথি জমা নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। জন্মের শংসাপত্র থাকলে তাঁকে বেশি ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়নি। তবে আমরা এখনও বাড়ি যাচ্ছি না। এখন চলে গেলে আমাদের গায়ে বাংলাদেশি তকমা আরও লেগে যাবে।

তাঁদের দাবি, ১০-১৫ বছর ধরে কাজ করেছেন অথচ বাংলায় কথা বলার জন্যে আগে কোনওদিন বাংলাদেশি-সন্দেহে আটকে থাকতে হয়নি। জেলাশাসকের ফোন পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচদিন আটকে থাকা কেতুগ্রামের ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিককে ছেড়ে দেয় ওড়িশার প্রশাসন।

আবার পরীক্ষা হবে ১৫ জুলাই

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন থাকায় পরীক্ষার পর তা বাতিলের নোটিশ দিল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার ছিল ইউজি ষষ্ঠ সেমিস্টারের পলিটিক্যাল সায়েন্স পরীক্ষা, বেলা দশটা থেকে দুপুর একটা। মেদিনীপুর কৈবল্যদায়িনী কলেজ অফ কমার্সের প্রিন্সিপাল ড. দুলালচন্দ্র দাস জানান, বাতিলের নোটিশ পাওয়ার আগেই অনেকে পরীক্ষা দিয়ে গেছেন। তবে আগামী ১৫ তারিখ আবার পরীক্ষা দিতে হবে সবাইকে।

ধর্ষিতা আদিবাসী তরুণী, ধৃত যুবক

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : জমিতে ধান লাগাতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার আদিবাসী তরুণী। পুলিশ দ্রুত গ্রেফতার করল অভিযুক্ত যুবককে। জমিতে ধান রুইতে গিয়ে দিনেদুপুরে ধর্ষণের শিকার হন এক আদিবাসী তরুণী। গতকাল, বিষ্ণুপুর থানা এলাকায়। গুরুতর অসুস্থ তরুণীকে ভর্তি করা হয়েছে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অভিযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত কান্ত মুর্মু নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের অন্যান্য দুই মহিলার সঙ্গে বছর বত্রিশের তরুণী জমিতে ধান রোয়ার কাজে যায়। অন্য দু'জন চলে গেলেও যুবতী একা কাজ করছিলেন। আচমকাই সেখানে তিন স্থানীয় যুবক হাজির হয়। দু'জন দাঁড়িয়ে থাকলেও কান্ত তরুণীকে জমির আলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে।

ডেবরা পুলিশের বড়সড় সাফল্য

ট্রেন দেখতে গিয়ে নিখোঁজ ৪ বাচ্চা ২৪ ঘণ্টাতেই উদ্ধার

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৬ নং জলিমান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোতাই পদ্মপুকুরে গতকাল বিকেল ৫টা নাগাদ ট্রেন দেখবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভুল পথে ট্রেনে ওঠে। তারপরই নিখোঁজ ছিল। রেল পুলিশের সাহায্যে তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার করল ডেবরা থানার পুলিশ।

■ উদ্ধার হওয়া চার নাবালক।

শুক্রবার বিকেলে থানায় ডেকে পরিবারের হাতে দেওয়া হল বাচ্চাগুলোকে। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ডেবরা থানার পুলিশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, এত কম সময়ে নিখোঁজ হওয়া বাচ্চাদের পরিবারের কাছে ফেরানোর জন্য।

৩০০ কৃতী পড়ুয়া সংবর্ধিত

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের হেমশিলা মডেল স্কুল ৩০০ কৃতী পড়ুয়াকে সংবর্ধিত করে তাদের আগামী জীবন আরও সুন্দর হোক এই কামনা করা হল। জাতীয়সঙ্গীত গাওয়া হল সমবেত কণ্ঠে। উপস্থিত ছিলেন অভিভাবকরাও। দশম ও দ্বাদশ ক্লাসের বোর্ড পরীক্ষায় যারা টপার হয়েছে, স্কুলেও যারা টপার হয়েছে, এমনকী ৯০ শতাংশের উপরে যারা নম্বর পেয়েছে, তাদের মেমেন্টো দেওয়া হয়। তারাও এসেছিল, যারা এক বা একাধিক বিষয়ে ১০০-তে ১০০ পেয়েছে। পুরস্কার হাতে নিয়ে পড়ুয়ারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ভবিষ্যতের চলার পথের জন্য আশীর্বাদ চাইল। ছিলেন মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। বলেন, খুব ভাল লাগে এদের মাঝে বারবার আসতে। এই স্কুল নিজের ধারাবাহিকতা রেখে সাফল্য পেয়েছে। আগামী প্রজন্মকে দেখে ভাল লাগে, এরা সফল হওয়ার জন্য লড়াই করে।

প্রতিদিন লড়াই করেই নিজেদের সাফল্য নিয়ে এসেছে পড়ুয়ারা, আজ স্কুল তাদের সংবর্ধিত করায় তারাও বেজায় খুশি, তা তাদের এক মুঠো রোদ্দুরের মতো ছলকে পড়া হাসি থেকেই বোঝা যায়।

প্লাবিত সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দির

সংবাদদাতা, বোলপুর : কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে বীরভূমের বিখ্যাত কোপাই নদীও। তার জেরেই দু'কূল উপচে জল ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশে। তাতেই জলে ডুবল বিখ্যাত মন্দির কঙ্কালীতলা। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মন্দিরচত্বর জলে থইথই করছে। তবে একটাই বাঁচোয়া, গর্ভগৃহে জল পৌঁছয়নি। জমে থাকা জল ঠেঙিয়েই পুজো দিতে হচ্ছে পুণ্যার্থীদের। ফলে তাঁরা রীতিমতো সমস্যায়। প্রতি বছর বর্ষায় কোপাইয়ের জলস্তর বাড়ে এবং তাতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে কঙ্কালীতলা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য সতর্ক নজরদারি চালানো হচ্ছে। শুক্রবার মন্দিরচত্বর ঘুরে

■ মন্দিরচত্বর ঘুরে দেখছেন কাজল শেখ।

দেখলেন সভাধিপতি কাজল শেখ। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ একাধিক জায়গায় মোতায়েন রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেডও করে দেওয়া হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জল আরও বাড়লে মন্দির বন্ধ করে দিয়ে অন্যত্র পুজোর ব্যবস্থা করা হবে।

শুক্রবার ভোরে রানিগঞ্জ থানার জে কে নগরের বাদকোটিতে বন্ধ খনি এলাকায় ধস নামে। এলাকার কিছু দূরেই রয়েছে রেললাইন, জনবসতি। রেল ও ইসিএলের কর্তারা এলেও আতঙ্কিত এলাকার মানুষ

আমার বাংলা

একুশের প্রস্তুতি

বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে প্রস্তুতিসভা হল বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবনে। ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক ও মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি, সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর রায়, সুব্রত দত্ত প্রমুখ।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে শুক্রবার ডেবরা ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে মিছিল ও পথসভা হয়। ডেবরা কলেজ মোড় থেকে ডেবরা বাজার পর্যন্ত মিছিলে শতাধিক কর্মী-সমর্থকের সঙ্গে ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদীপ কর-সহ অন্যরা।

■ একুশে জুলাইয়ের ধর্মতলা চলোর সমর্থনে পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির বিশাল মিছিলে হাঁটলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সনাতন বেরা, চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া-সহ অন্যরা।

■ একুশে জুলাই তৃণমূলের মহাসমাবেশের সমর্থনে রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার হরিণঘাটা ব্লকের ঝিকরা বাজারে জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় কর্মীদের নিয়ে দেওয়াল লিখনে নিজেই হাত লাগালেন।

■ দুর্গাপুরে সিধু কানু স্টেডিয়ামের দলীয় কার্যালয়ে দুর্গাপুর চক্র তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডাকে ধর্মতলা সমাবেশের প্রস্তুতিসভায় রয়েছেন জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভানেত্রী দেবারতি সিনহা প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক উদ্যোগ, শান্তিপুরে চালু ১৭ লক্ষে নির্মিত আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার শান্তিপুরে আরও একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অর্থানুকল্যে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকায় তৈরি হওয়া মডেল আয়ুস ওপিডি বা আদর্শ আয়ুস হোমিওপ্যাথি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হল। নদিয়া জেলার শান্তিপুরেই প্রথম চালু হল আদর্শ আয়ুস হোমিওপ্যাথি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। চালু করেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতিষচন্দ্র দাস। উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, শান্তিপুরের পুরপ্রধান সুব্রত ঘোষ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায়, শান্তিপুরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপাড়ায় গড়ে উঠেছে এই আয়ুস কেন্দ্রটি। বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে,শান্তিপুরের পুরপ্রধানের চেষ্টায় শান্তিপুরের মানুষের জন্য ঘরের কাছে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এর চেয়ে ভাল কিছু হয় না। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতিষচন্দ্র দাস জানান, মডেল আয়ুষ কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৮টি কেন্দ্রে আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধা এরকম প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে এবং অন্য ৭টি কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলে। নতুন যে আয়ুস ওপিডি চিকিৎসাকেন্দ্রটি শান্তিপুরে চালু হল এতে প্রতিদিন একশো থেকে দেড়শো মানুষ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। শান্তিপুরের পুরপ্রধান জানান, শান্তিপুরে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে একমাত্র ভরসা ছিল মানুষের। পুরসভার চেষ্টায় মানুষের সহযোগিতা নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। এবার প্রথম তৈরি হল আদর্শ আয়ুস হোমিওপ্যাথি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় মুখ্যমন্ত্রীর এই মানবিক উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান সকলেই।

■ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সূচনায় নদিয়ার সিএমওএইচ জ্যোতিষচন্দ্র দাস, বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, পুরপ্রধান সুব্রত ঘোষ।

ছাত্রীকে বিজেপিকর্মীর মারধর কন্যাসুরক্ষা নিয়ে গদ্দারকে তোপ

নন্দীগ্রাম

প্রতিবেদন : 'কন্যাসুরক্ষা' নিয়ে দরদ উথলে ওঠে যে গদ্দার অধিকারীর, তার সেই পূর্ব মেদিনীপুরেই বিজেপি ছাত্রনেতার হাতে প্রকাশ্যে আক্রান্ত হলেন এক কলেজছাত্রী। নন্দীগ্রাম থেকে ধাওয়া করে বাজকুল কলেজের সামনে সেই ছাত্রীকে মারধর-হেনস্থার অভিযোগ উঠল সক্রিয় এবিভিপি কর্মী প্রিয়ব্রত বেরার নামে। এবার ওই কলেজছাত্রীকে নিয়ে কন্যাসুরক্ষা যাত্রা করবেন না গদ্দার অধিকারী? অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতারের দাবি তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার নন্দীগ্রামের সীতানন্দ কলেজের ছাত্রী বাজকুল মহামিলনী কলেজে পরীক্ষা দিতে যান। সেখানেই তাঁকে ধাওয়া করে তাঁর উপর হামলা চালায় অভিযুক্ত প্রিয়ব্রত। তাঁর গালে চড় মারে। প্রিয়ব্রতও সীতানন্দ কলেজেরই ছাত্র বলে দাবি তরুণীর। তাঁর অভিযোগ, এবিভিপির সদস্য ছেলেটি আগে বন্ধু ছিল। এখন কথা বন্ধ। সেই রাগেই আক্রমণ। এই ঘটনায় বাজকুল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে ছাত্রীর বাবা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন : বিজেপির ছাত্রীনিগ্রহ। আজ পূর্ব মেদিনীপুরে বাজকুল কলেজে পরীক্ষা দিতে আসা নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজের ছাত্রীকে ব্যাপক মারধর করল সীতানন্দ কলেজেরই ছাত্র। এখন পলাতক। মেয়েটি জানিয়েছে, ছেলেটি বিজেপি করে। আগে বন্ধু ছিল। এখন কথা বন্ধ। সেই রাগে আক্রমণ। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পাশাপাশি, কাঁথিতে একুশের প্রস্তুতিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তোপ দাগেন কুণাল, বিরোধী দলনেতা কন্যাসুরক্ষা যাত্রার নাটকটা কাঁথিতে না করে নন্দীগ্রামের যে মেয়েটিকে বিজেপির ছাত্রনেতা মারল, যান তাঁর বাড়ির সামনে থেকে শুরু করুন।

চিকিৎসা-গাফিলতিতে রোগীমৃত্যু অভিযোগে বিক্ষোভ নার্সিংহোমে

কৃষ্ণনগর

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগরের এক বেসরকারি নার্সিংহোম তোলপাড় হল চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তিনদিন আগে কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ রোডে টোটো অ্যাক্সিডেন্টে আহত হন এক মহিলা-সহ তিনজন। পরবর্তীতে তাঁদের শক্তিনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। একজনের অবস্থার অবনতি হলে পরে কৃষ্ণনগরের পাত্রবাজার অবস্থিত এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানে রোগীর হাড়ের অপারেশন করা হয়। তারপরেই শুক্রবার সকালে সেই রোগী বাসন্তী দাসের (৩১) মৃত্যু হয়। নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জের বাসিন্দা বাসন্তী দেবীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, গতকালও রোগীকে সুস্থ দেখে গিয়েছি। সেই রোগী হঠাৎ কী করে আজ মারা যায়? এছাড়াও তাঁদের অভিযোগ, মাঝখানে রোগী বমি করছিল। সেই বিষয়ে ডাক্তারকে অবগত করা সত্ত্বেও তিনি অবহেলা করেছেন। তাঁর গাফিলতির জন্যেই আজ রোগীর মৃত্যু ঘটেছে।

■ মৃত বাসন্তীর শোকাহত পরিবার।

নদীতে শৌচকর্মে গিয়ে তলিয়ে গেলেন প্রৌঢ়

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : পাটপুর পাওয়ার হাউস মোড় সংলগ্ন এলাকায় ভরাবর্ষায় নদীর ধারে শৌচকর্ম করতে এসে তলিয়ে গেলেন এক প্রৌঢ়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁকুড়া শহরের সিমিটারি রোডের বাসিন্দা সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৫) বৃহস্পতিবার দ্বারকেশ্বর নদীর পাটপুর-পাওয়ার হাউস মোড় সংলগ্ন ঘাটে শৌচকর্ম সারতে এসে বাড়ি ফেরেননি। দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে নদীর ধারে মেলে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা মগটির সন্ধান। শৌচকর্ম সারতে গিয়ে নদীতেই ওই ব্যক্তি তলিয়ে গিয়েছেন আন্দাজ করে খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানায়। পরে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা এসে দ্বারকেশ্বর নদীতে তল্লাশি শুরু করেন। প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেলেও শুক্রবার সারা দিনে তল্লাশি চালিয়েও নিখোঁজ প্রৌঢ়ের সন্ধান মেলেনি। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের এক কর্মী বলেন, নদীতে প্রচুর জল রয়েছে। তবে আশা করা যায় এক কিলোমিটারের মধ্যেই নিখোঁজের সন্ধান মিলবে।

অনৈতিক কাজে সাসপেন্ড নেতা

সংবাদদাতা, নদিয়া : অনৈতিক কাজের জন্য দলীয় পদ খোয়ালেন শান্তিপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুব্রত সরকার। দলের কোনও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করাতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত দলগতভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত হচ্ছে। দিনকয়েক আগে নদিয়ার শান্তিপুরের এক যুবতী শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন সুব্রতর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সুব্রত প্রথম বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের পর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার চালাতেন সুব্রত এবং তাঁর পরিবার। তাই বাধ্য হয়েছেন বাবার বাড়ি চলে আসতে। যুবতীর অভিযোগের খবর সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দলের তরফে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে সুব্রত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সুবর্ণরেখায় ভেসে যাওয়া ষাঁড়কে উদ্ধার দুই গ্রামবাসীর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের ঘোড়াঘাটি গ্রামে ঘটল নজিরবিহীন সাহসিকতার ঘটনা। সুবর্ণরেখা নদীতে হঠাৎ ভেসে যাওয়া একটি ষাঁড়কে রক্ষা করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন গ্রামের দুই বাসিন্দা নির্মল দণ্ডপাট ও দীনবন্ধু দণ্ডপাট। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎই নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখা যায় একটি ষাঁড়কে। কিন্তু সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে নির্মল ও দীনবন্ধু হাতে দড়ি নিয়ে নদীতে নেমে পড়েন। ধীরে ধীরে দুজনে ষাঁড়টিকে তীরে টেনে আনেন। এই উদ্ধারকাজে গ্রামবাসীরাও এগিয়ে আসেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ষাঁড়টিকে নিরাপদে নদীতীরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ষাঁড়টি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। দুই গ্রামবাসীর এই সাহসিকতা গোটা এলাকাজুড়ে মানুষের মধ্যে প্রশংসার ঝড় তুলেছে।

■ দুই উদ্ধারকারী।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 July, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পর্যটনে স্বনির্ভর করতে, কাজ শুরু করল উৎকর্ষ বাংলা

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী
আলিপুরদুয়ার

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জেলা আলিপুরদুয়ার, যাকে তিনি পর্যটন জেলা হিসেবে দেশ তথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে নিয়েছেন একাধিক পরিকল্পনা। সেই আলিপুরদুয়ার জেলায় এবার পর্যটনে স্থানীয়দের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কাজ শুরু করল উৎকর্ষ বাংলা। এর আগেও পর্যটনকে ঘিরে স্থানীয় মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের পর্যটন সংক্রান্ত নানান কাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার আবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে জেলার মোট ৬০ জন যুবক-যুবতীকে ট্যুরিস্ট গাইডের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করল উৎকর্ষ বাংলা। এদিন আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপ্যাল হলে ওই প্রকল্পের সূচনা করা হয়। প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণে মোট ১২০ জনকে দক্ষ ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে গড়ে তুলবে উৎকর্ষ বাংলার টিম। ওই যুবক-যুবতীদের উৎকর্ষ বাংলার কেন্দ্রে যেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, তেমনি বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েও ওই বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষিত করা হবে। আর উৎকর্ষ বাংলার পরিচালনায় ওই প্রশিক্ষণ দেবে একটি বেসরকারি সংস্থা। আগামী দিনে স্বনির্ভরতার লক্ষ্য নিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে পর্যটনে কাজের ব্যবস্থাও করে দেবে উৎকর্ষ বাংলা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর ও উৎকর্ষ বাংলার আধিকারিকরা। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, এই প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতার ফসল, স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের এলাকায় থেকে পর্যটনকে আঁকড়ে ধরে যেমন বিশ্বের দরবারে আলিপুরদুয়ারের পর্যটনের সম্ভারকে তুলে ধরতে পারবেন, তেমনই নিজেদের রোজগারের পথও খুঁজে পাবেন।

■ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

জবাব দিন, ৬ প্রশ্ন তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

কোনওরকম বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তাদের অনুপ্রবেশকারী এবং বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানিয়েছে, পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। ওড়িশা সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আদালত 'নীরব দর্শক' হয়ে থাকতে পারে না।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট এই মর্মে হস্তক্ষেপ করার পরে তৃণমূল ছ'টি প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়েছে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝির সরকারের কাছে। তৃণমূল অবিলম্বে জবাব চেয়েছে সেই ছয় প্রশ্নের।

এক. যাঁরা নিখোঁজ, তাঁরা কি আদৌ নিখোঁজ নাকি বেআইনিভাবে আটক?

দুই. আটক হলে, কোন আইনি ধারা বা আদালতের নির্দেশে তাঁদের আটক করা হয়েছে?

তিন. আটকের নির্দিষ্ট কারণ কী ছিল?

চার. আটক-হওয়া ব্যক্তিদের কি জানানো হয়েছিল কেন তাঁদের পাকড়াও করা হল?

পাঁচ. এই গ্রেফতার কি ওড়িশা পুলিশের কোনও তদন্তের অংশ?

ছয়. পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে না জানিয়ে, কোনও প্রকারের সমন্বয় ছাড়াই কেন এমন অভিযান চালানো হল?

এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাফ কথা, মিথ্যে ছড়ানো বন্ধ করুন, বন্ধ করুন বাংলাভাষী-হেনস্থা। একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অপরাধী বানানো বন্ধ হোক। শুধু ওড়িশাতেই নয়, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ-মনোভাব নিয়ে নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লির বসন্তকুঞ্জে যে ঘটনা ঘটেছে তা উদ্বেগজনক।

বাঙালি পরিবারে আলো ও জল বন্ধ করে দিয়েছে দিল্লির প্রশাসন। এই ঘটনায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকার 'জয় হিন্দ কলোনি'-তে বাঙালি শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে দিল্লির সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ভয়ঙ্কর হেনস্থার ঘটনায় তিনি গভীরভাবে বিচলিত ও মর্মাহত। বাংলায় বাঙালিদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বিজেপি এখন দেশের অন্যান্য রাজ্যে বাংলা-বিরোধী মনোভাব পোষণ করছে। বাংলা ভাষাভাষীদের নিশানা করা হচ্ছে। বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বললেই কেউ বাংলাদেশি হয়ে যায় না। এই ভাষাভাষীরা ভারতের নাগরিক। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের অনুপ্রবেশকারী বলে দেগে তাঁদের উপর যে আচরণ করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমরা চুপ করে থাকব না। আমরা সবরকম মঞ্চে প্রতিবাদ জানাব। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।

তৃণমূল কর্মী খুন, আটক ২

■ ফের মালদহে খুন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এক তৃণমূল কর্মীকে ঘরে আটকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদহের ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম আবুল কালাম আজাদ। বাড়ি মানিকচকের গোপালপুর এলাকায়। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দু'জনকে আটক করেছে।

২১-এর সমাবেশের আহ্বানে মিছিল

■ মালদহের হবিবপুর ব্লকে হয়ে গেল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতিসভা ও মিছিল। শুক্রবার যুব তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয় হবিবপুর ব্লকের জিতু মঞ্চে। ছিলেন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর, দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান চৈতালি ঘোষ সরকার, যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস,মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী প্রতিভা সিং।

বর্ষায় পড়ুয়াদের ছাতা দিল স্কুল, ছিল মধ্যাহ্নভোজও

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বর্ষায় পড়ুয়াদের হাতে রংবেরঙের ছাতা। শুধু তাই নয়, পঞ্চব্যঞ্জনে হল ভোজও। সৌজন্যে ধূপগুড়ির বারঘরিয়া বটতলী স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুক্রবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ড. তাপসকুমার দাস এদিন আড়াইশোরও বেশি পড়ুয়াকে উপহার দিলেন বর্ষাতি, ছাতা। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির খুদে পড়ুয়াদের হাতে ছাতা তুলে দিয়ে তিনি সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধকেই আরও একবার তুলে ধরলেন। এই দিনে ছিল আরও এক খুশির খবর। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জয় বসাক তাঁর কর্মজীবনের ২৫ বছর পূর্ণ করলেন। সেই উপলক্ষে রাজ্যের নির্দেশ মেনে আয়োজিত হয় প্রীতিভোজ। খুদেদের জন্য ছিল মুরগির মাংস, ডাল-ভাত এবং মিষ্টি। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জয় বসাক বলেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে রাজ্য সরকার নানা ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। আজকের অনুষ্ঠান সেই নীতিরই অংশ। পড়ুয়াদের মুখে হাসি দেখাই আমাদের সেরা সাফল্য। ড. তাপস দাসের মতো মানুষের পাশে থাকাই প্রেরণা দেয় আরও ভাল কাজ করতে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট

(প্রথম পাতার পর)

দিল্লির মুখ্যসচিবকে সমন্বয়সাধন করে বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে। বুধবারের মধ্যে সব পক্ষকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ওড়িশার পর বাংলার ৬ শ্রমিককে বাংলাদেশে পুশব্যাক কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখোমুখি দিল্লির সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে বুধবারের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের এই লড়াই চলবে।

এদিন মামলার শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবী জানান, দিল্লি থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাবা-মা এবং তাঁদের ৮ বছরের সন্তানকে। তাঁরা ভারতের নাগরিক। দিল্লি পুলিশকে সমস্ত নথি পাঠানো সত্ত্বেও তাদের তরফে কোনও জবাব আসেনি। কেন্দ্রের তরফে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদী বলেন, তিনি দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই বিষয়ে। তাঁরা ঠিক করবেন এই মামলায় তাদের হয়ে কে সওয়াল করবেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন বীরভূমের ৬ শ্রমিক। সোনালি খাতুন, সুইটি বিবি, দানিস শেখ, কুরবান শেখ, ইমাম দেওয়ানদের গত ২৫ জুন বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে দিল্লি পুলিশ। সেই ঘটনাতেই বিচার চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ওই ছয় পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার।

এদিকে, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র জানান, সমস্ত কাগজপত্র যাচাই করার পরেও পানিঘাটার মির্জাপুর গ্রামের রবিউল শেখ ও মহির মুন্সিকে ওড়িশাতে বেআইনিভাবে আটক করে রেখেছে। কারণ? তাঁদের মোবাইল ফোনে নাকি একটি বাংলাদেশের নম্বর পাওয়া গিয়েছে। যদি পার্শ্ববর্তী দেশের মানুষের ফোন নম্বর রাখা ভারতীয় নাগরিকদের জন্য আইনি অপরাধ হয়, তবে সর্বপ্রথমে অমিত শাহের পুত্র ক্রিকেটকর্তা জয় শাহকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত! গরিব, খেটে খাওয়া মানুষকে নিপীড়ন করছে কেন? বাংলাভাষী গরিব শ্রমজীবীদের শত্রু বিজেপি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নজির

(প্রথম পাতার পর)

মহিলাদের কর্মসংস্থানেও বাংলা উল্লখযোগ্য ফল করেছে। এছাড়া, জনসংখ্যা, রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়নের বাংলা এগিয়। বিগত ১৪ বছরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রভৃত উন্নয়ন করেছে বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কারণেই রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে অনেকটাই। এবার কেন্দ্র বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকারের সাফল্য স্বীকার করে নিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

১১
১২ জুলাই ২০২৫
শনিবার

12 July 2025 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

মর্মান্তিক! দাদা-বউদির ঝগড়া থামাতে গিয়ে পুত্রহারা হতে হল দেওরকে। মহারাষ্ট্রের আহমেদ নগরের ঘটনা। বউদি পল্লবী আচমকাই একটি ত্রিশূল ছুঁড়ে মারে দেওর নীতিনের দিকে। তাতে বিদ্ধ হয়েই মৃত্যু হয় নীতিনের ১১ মাসের পুত্র অবধূতের

এক দেশ এক ভোট, কটাক্ষ কল্যাণের

কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা সুপ্রিম কোর্টের দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির

প্রতিবেদন : এক দেশ এক ভোট— কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনায় অনেক আইনি জটিলতা আছে। এই পদক্ষেপ দেশের সাংবিধানিক নির্বাচনী পরিকাঠামোকে উপহাসে পরিণত করতে পারে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন সুপ্রিম কোর্টের দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং জে এস খেহের। শুক্রবার দিল্লিতে এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত জেপিসি বৈঠকে এই আশঙ্কার কথা জানান দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। এই প্রসঙ্গেই

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁরা। এদিন নিজেদের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এই দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সরকারের উদ্যোগকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁদের যুক্তি, সংবিধানে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করা উচিত। এখন কমিশন নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সব দিক বিবেচনা করে দেশের নির্বাচনী পরিকাঠামোয় ভারসাম্য বজায় রাখার সুপারিশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। বিচারপতিদের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশন যদি মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোনও একটি রাজ্যের জনগণের নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তাহলে যে আইনি জটিলতা তৈরি হবে, তার সমাধান করা হবে কীভাবে? প্রাক্তন বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বক্তব্য, যুক্তি দিয়ে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন পুরো বিষয়টি। গুড গভর্ন্যান্সের কারণেই। এদিনের যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ, লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একবার মোদি সরকারের এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেন। একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা নিয়েও। জনগণের রায়ে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ ফুরোনোর আগেই কীভাবে তাতে ইতি টানা সম্ভব হবে, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। এই একই বিষয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং জে এস কেহের।

আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার একমাস

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট আজই?

প্রতিবেদন : আজ, শনিবার বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারের দুর্ঘটনার একমাস পূর্ণ হচ্ছে। এয়ারইন্ডিয়ার এই বিমান দুর্ঘটনার ভারতের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। এদিনই এই বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট সামনে আসতে পারে বলে সূত্রের খবর। ভারত-আন্তর্জাতিক অসামরিক চলাচল সংস্থার সদস্য হওয়ার নিয়ম অনুসারে দুর্ঘটনার ৩০ দিনের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নিয়ম। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা, ইঞ্জিন বিকল, যান্ত্রিক ত্রুটি, না জ্বালানি নিয়ন্ত্রক সুইচে ত্রুটি, তদন্ত রিপোর্ট সামনে এলেই উঠে আসবে আসল সত্য। এই সপ্তাহের শুরুতে বিষয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে ব্রিফও করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটিকে জানানো হয়েছে যে দিল্লির অবস্থিত এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর ল্যাবরেটরিতে ব্ল্যাক বক্সের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, যা দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বোয়িংয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার তদন্ত করেছে। দুর্ঘটনার পর থেকেই কারণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব উঠে এসেছে, যা বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।

আত্মীয়কে বিয়ে করায় মধ্যযুগীয় নির্যাতন গেরুয়া ওড়িশায়

কাঁধে জোয়াল দিয়ে বলদের মতো হালচাষ করানো হল নবদম্পতিকে

প্রতিবেদন: বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ওড়িশায় আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। কিন্তু এবার রায়গাড়া জেলা যে ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হল তা স্মরণকালে আগে ঘটেছে কি? প্রকৃত অর্থেই মধ্যযুগীয় বর্বরতা। অদ্ভুত ব্যাপার, বলদের বদলে হালচাষ করানো হল নবদম্পতিকে দিয়ে। জোয়াল তুলে দেওয়া হল তাঁদের কাঁধে। এখানেই শেষ নয়, ছড়ি নিয়ে কয়েকজন তাড়াও করল নবদম্পতিকে। বলদের মতো পেটানোও হল স্বামী-স্ত্রীকে। আর সেই দৃশ্য দেখে আনন্দে হাততালি হয়ে উঠল অনেকে। উঠল হর্ষধ্বনিও। এসব দেখে কেউ আবার লুটিয়ে পড়ছে হেসে। এসবই রায়গাড়ার কাঞ্জামাঝিরা গ্রামের

একদল গ্রামবাসীর কুকীর্তি। কিন্তু কেন এমন বর্বরতা এক নবদম্পতির প্রতি? 'অপরাধ' ওই গ্রামের এক তরুণী প্রেমে পড়েছিলেন তাঁরই দূরসম্পর্কের এক দাদার। দীর্ঘদিনের হৃদয়বিনিময় পরিণতি পায় বিবাহ-বন্ধনে। দু'পক্ষের বাড়ির লোক এ-ব্যাপারে কোনও কথা না বললেও, এই বিয়েতে প্রবল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গ্রামেরই কিছু বাসিন্দা। তাদের অভিযোগ, এই বিয়ে আসলে মহাপাপ। সেই 'পাপেরই শাস্তি' দিতে নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রতি এমন অমানবিক আচরণ প্রকাশ্যে। কিন্তু 'শাস্তি'র আরও ছিল বাকি। মারতে মারতে দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের একটি মন্দিরে। সেখানে পাপের প্রায়শ্চিত্তর নামে আর এক দফায় অত্যাচারের পালা। দম্পতির শত অনুনয়-বিনয়েও মন গলেনি গ্রামবাসীদের। 'শুদ্ধিকরণের' নিদান দেওয়া হয় তাঁদের। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সবকিছু দেখেও প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেনি কেউই। থানায় খবর পৌঁছলেও দম্পতিকে অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করতে আসেনি পুলিশও। কিন্তু ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিন্দার ঝড় ওঠে রাজ্যজুড়ে। টনক নড়ে প্রশাসনের। গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা তো দূরের কথা, চিহ্নিতও করা যায়নি অপরাধীদের।

আজব দাবি খুনি বাবার, প্রতিবেশীদের প্ররোচনাতেই নাকি খুন করেছে রাধিকাকে

প্রতিবেদন: মেয়েকে খুনের কারণ হিসেবে অদ্ভুত অজুহাত সাজিয়েছে বাবা। দোষ চাপাতে চেষ্টা করেছে প্রতিবেশীদের ঘাড়ে। 'মেয়ের টাকায় বেঁচে আছিস', প্রতিবেশীদের এই কটাক্ষ সহ্য করতে না পেরেই নাকি নিজের মেয়ে রাজ্যস্তরের টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবকে গুলি করে খুন করেছে বাবা দীপক যাদব। প্রতিবেশীরা অবশ্য সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে এই অজুহাত। প্রতিবেশীদের দাবি, দীপকের মাসে রোজগার ১৭ লক্ষ টাকা। প্রচুর সম্পত্তির মালিক সে। পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, রাধিকা যাদবকে খুনের নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য আছে কি না। বৃহস্পতিবার সকালে ২৫ বছরের রাধিকাকে লক্ষ্য করে পরপর ৫টি গুলি চালায় তাঁর বাবা দীপক। ৩টি গুলি লাগে রাধিকার বুকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে। গ্রেফতার করা হয় তাঁর বাবা দীপককে। হরিয়ানায় টেনিস প্লেয়ার হিসেবে নিজের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন রাধিকা। শুধু তাই নয়, হরিয়ানায় শিশুদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ

গুরগাঁওকাণ্ড

অ্যাকাডেমি খোলার স্বপ্নও দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু মেয়ের কাজকে সমর্থন করতে পারেনি বাবা। পুলিশের জেরে তার আজব দাবি, 'মেয়ের পয়সায় খাচ্ছিস' বলে প্রতিবেশীদের খোঁচা শুনতে হচ্ছিল বলে রাধিকাকে মারতে একটুও হাত কাঁপেনি। গুরগাঁওয়ের ৫৭ নম্বর সেক্টরের সুশান্তলোক এলাকায় দোতলা বাড়িতে বাবার সঙ্গেই থাকতেন রাধিকা। নিচে থাকেন কাকা কুলদীপ যাদব। তিনিই এফআইআর করেন। নিজের জবানবন্দিতে মৃতার কাকা পুলিশকে জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ হঠাৎই বিকট শব্দ শোনেন। প্রথমে ভেবেছিলেন, দোতলায় কোনও বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রেসার কুকার ফেটেছে বলে মনে হয়েছিল। উপরে উঠে দেখেন রাধিকা খুন হয়েছেন! পুলিশকে কুলদীপ জানিয়েছেন, ঘটনার সময় দোতলায় ছিলেন তাঁর দাদা, ভাইঝি এবং বউদি মঞ্জু যাদব। কুলদীপের কথায়, আমার দাদার কাছে একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলভার ছিল। ঘটনাস্থলে সেটা পড়ে ছিল। তা থেকেই বুঝতে পারি দাদা খুন করেছে। অভিযুক্ত দীপক জানায়, পরিকল্পনামতো নিজের এলাকাতে একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করেন রাধিকা। সে চেয়েছিল এই অ্যাকাডেমি বন্ধ করে দিন রাধিকা, যা নিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। কিন্তু বাবার প্রস্তাবে রাজি ছিলেন না হরিয়ানার টেনিস প্লেয়ার। সেই নিয়ে বচসার জেরেই মেয়েকে গুলি করে খুন করে বলে পুলিশকে জানিয়েছে ধৃত বাবা।

৪০ হাজার মহিলা গায়েব ওড়িশায়, তৃণমূলের পথেই বিজেপিকে আক্রমণ রাহুলের

প্রতিবেদন: ওড়িশায় বিজেপি শাসনে একের পর এক ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা প্রথমে সামনে এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির আমলে যেভাবে ওড়িশার নারীদের অপমান ও নির্যাতন বেড়েছে, এবার তাকেই হাতিয়ার করা শুরু করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে দাঁড়িয়ে রাহুলের দাবি ওড়িশা থেকে নিখোঁজ ৪০ হাজার মহিলা। ওড়িশার মানুষকে ধনী আর দরিদ্র-দলিত-পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে বিজেপি, অভিযোগ লোকসভার বিরোধী দলনেতার। এটা ঘটনা, ১০ দিনে ৫টি গণধর্ষণ ওড়িশাকে খবরের শিরোনাম আনতে পারত না, যদি না তৃণমূলের পক্ষ থেকে সেগুলি নথিবদ্ধ করে প্রকাশ্যে আনা হত। স্পষ্টতই বিজেপির সঙ্গে লড়াইয়ে তৃণমূলের দেখানো পথে চলতে বাধ্য হলেন রাহুল। বিজেপির ওড়িশায় মহিলাদের অবস্থা যে কতটা তলানিতে নেমে গিয়েছিল, তা নিয়ে নতুন রাজনীতির তাস সাজালেন বিরোধী দলনেতা। শুক্রবার ভুবনেশ্বরে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, একটা নতুন ব্যাপার শুরু হয়েছে। ওড়িশা থেকে ৪০ হাজার মহিলা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা কোথায় গিয়েছেন আজ পর্যন্ত তা জানা যায়নি। সেই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, এই রাজ্যে প্রতিদিন নারীর প্রতি নির্যাতন হয়ে চলেছে। এই বছরেই প্রতিদিন ওড়িশায় ধর্ষিতা হয়েছেন ১৫ জন মহিলা।

দেশ বিদেশ

12 July, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কানাডায় জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার নতুন ক্যাফেতে হামলার দায় নিল খালিস্তানি জঙ্গি হরজিত সিং লাড্ডি। এই অভিযুক্ত এনআইএর মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত এবং বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গিয়েছে

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি

২০২৪-২৫ সালে দেশে ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে ১.১৮ লক্ষ

প্রতিবেদন: ভারতের অর্থমন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সামনে সম্প্রতি বিস্ফোরক তথ্য স্বীকার করেছেন ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। সংসদীয় কমিটির সামনে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে দেশে জাল নোটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই প্রবণতা উদ্বেগজনক বলে স্বীকারও করেছেন মালহোত্রা। বিশেষ করে ৫০০ টাকার জাল নোটের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। কমিটির বৈঠকে এক সংসদ সদস্য উল্লেখ করেছিলেন যে ২০২৪-২৫ সালে ১.১২ লক্ষ ৫০০ টাকার জাল নোট পাওয়া গেছে। তবে, আরবিআই-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ অনুসারে, ৫০০ টাকার জাল নোটের সংখ্যা বার্ষিক ৩৭ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১.১৮ লক্ষ হয়েছে, যা সাংসদের উল্লিখিত সংখ্যার চেয়েও অনেকটা বেশি। দেশে ৫০০ টাকার নোটগুলিই সবচেয়ে বেশি জাল হচ্ছে বলে ধরা পড়ছে।

চলতি বছরের মে মাসে প্রকাশিত আরবিআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ সালে অন্যান্য মূল্যের জাল নোটের মধ্যে ১০০ টাকার ৫১,০৬৯টি, ২০০ টাকার ৩২,৬৬০টি এবং ২০০০ টাকার ৩,৫০৮টি জাল নোট পাওয়া গিয়েছে। মোট ৬ কোটিরও বেশি নোটের মধ্যে থেকে এই জাল নোটগুলি শনাক্ত করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে মোট জাল নোটের সংখ্যা (২.২৩ লক্ষ) ২০২৩-২৪ সালের (২.১৮ লক্ষ) থেকেও কিছুটা বেশি।

বিজেপি সাংসদ ভর্তৃহরি মাহতাবের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন যে, ২০০০ টাকার নোটগুলি বর্তমানে লেনদেনের প্রচলন থেকে তুলে নেওয়া হলেও সেগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি এবং সেগুলি এখনও বৈধ মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত হবে। সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা আরবিআই-এর ভূমিকার মধ্যে অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে প্রশ্ন করেছেন। কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি প্রস্তাব করেছেন যে, আরবিআই-এর উচিত ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ এবং কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে তার মূল কার্যকলাপে মনোযোগ দেওয়া, যাতে স্বার্থের সংঘাত এড়ানো যায়। কমিটি ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণ নিয়েও আলোচনা করেছে, তবে আরবিআই এই বিষয়ে কী বলেছে তা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। কমিটির চেয়ারম্যান মাহতাব জানিয়েছেন, ২৩ বা ২৪ জুলাই আবার বৈঠকে বসবেন তাঁরা। জাল নোটের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেশের অর্থনীতিতে একটি উদ্বেগের কারণ, বিশেষ করে ৫০০ টাকার নোটের ক্ষেত্রে। সংসদীয় কমিটির এই আলোচনা এবং আরবিআই-এর পদক্ষেপগুলি দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মোদিরাজ্যের ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের সুন্দরবনে পুশব্যাক

বাংলাভাষী হওয়ার মাশুল

প্রতিবেদন: ভয়ঙ্কর অত্যাচার মোদিরাজ্যে। গুজরাতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র বাংলাভাষী হওয়ায় হাসান শাহ নামে এক যুবককে জোর করে বাংলাদেশে পুশব্যাক করল অমিত শাহর বিএসএফ এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী। আদতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হাসান শাহ বারবার তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন পুলিশ ও বিএসএফকে। দেখিয়েছিলেন প্রমাণপত্রও। কিন্তু সেসবে কান না দিয়ে গত এপ্রিলে গুজরাতের বস্তি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে নৌকায় চাপিয়ে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবনের চরে ছেড়ে দিয়ে আসে ভারতীয় বাহিনী। তার আগে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের যাবতীয় পরিচয়পত্র। হাসান জানান, কয়েকদিন আটকে রাখার পর তাঁকে অন্য বন্দিদের সঙ্গে তুলে দেওয়া হয়েছিল উপকূলরক্ষী বাহিনীর জলযানে। সেটি বঙ্গোপসাগরে পৌঁছলে তাঁদের লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে রাইফেল উঁচিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ মেরে সাঁতরে চরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চর থেকে তাঁদের আটক করে সাতক্ষীরার পুলিশ।

দিনে ১৬ বার সূর্যোদয়?

প্রতিবেদন: কবে ফিরছেন মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লারা? নাসা জানিয়েছে, সব ঠিকঠাক থাকলে ১৪ জুলাই 'আনডক' করবে অ্যাক্সিয়ম ৪। আপাতত লক্ষ্য সেটাই। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। কিন্তু মহাকাশে গবেষণা এগোল কতদূর? দিনে নাকি ১৬ বার সূর্য ওঠে মহাকাশ স্টেশনে! এও কি সম্ভব? আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে এমনই এক তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা-সহ বাকি বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৪০৩ কিলোমিটার উপরে আইএসএসে বসে নাকি প্রতিদিন ১৬ বার করে সূর্যোদয় দেখা যায়! ক্যাপ্টেন শুক্লা ছাড়াও ক্রু-কমান্ডার পেগি হুইটসন, মিশন বিশেষজ্ঞ স্লাওস উজানস্কি-উইজনিউস্কি এবং টিবর কাপুও মহাকাশে মোট দু'সপ্তাহে মোট ২৩০ বার সূর্য উঠতে দেখেছেন।

মহারাষ্ট্রে মন্ত্রীর বাড়িতে নগদ টাকার ভিডিও ঘিরে তোলপাড়

প্রতিবেদন: মহারাষ্ট্রে মন্ত্রীর বাড়িতে নগদ টাকার পাহাড় ঘিরে বিরাট রাজনৈতিক বিতর্ক ও চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত শুক্রবার শিন্ডে সেনার নেতা সঞ্জয় শিরসাতের একটি ভিডিও শেয়ার করে দুর্নীতি ইস্যুতে বিজেপি জোট সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। বিতর্কিত ভিডিওটিতে মন্ত্রী শিরসাতকে তাঁর বাড়িতে নগদ টাকাভর্তি একটি বিরাট সাইজের ব্যাগ নিয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে শিবসেনা নেতা রাউত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের পরামর্শ দিয়েছেন। ভিডিওটিতে দেখা যায়, মহারাষ্ট্রের সমাজকল্যাণমন্ত্রী শিরসাত শয়নকক্ষে বসে সিগারেট টানছেন এবং পাশে নগদ টাকায় ভরা একটি খোলা ব্যাগ রাখা আছে। কাছাকাছি আরও একটি স্যুটকেস দেখা যাচ্ছে। ভিডিওতে একটি পোষা কুকুরকেও দেখা যায়। সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ ভিডিওটি শেয়ার করে রাউত হিন্দিতে লিখেছেন, এই রোমাঞ্চকর ভিডিওটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেখা উচিত। দেশে কী চলছে! (মহারাষ্ট্রের একজন মন্ত্রীর এই ভিডিও অনেক কিছু বলছে)। সংবাদমাধ্যম যখন শিরসাতের কাছে রাউতের অভিযোগ এবং ভিডিও সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চায়, তখন তিনি তাঁকে

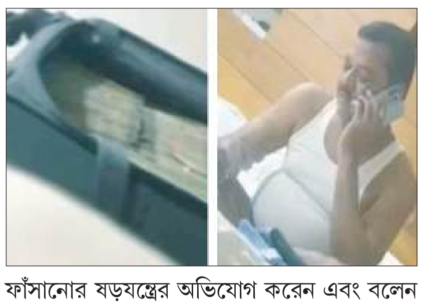

ফাঁসানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন এবং বলেন যে তিনি টাকা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শিরসাতের দাবি, আমি একটি ট্যুর থেকে ফিরে এসেছিলাম। পোশাক খুলে আমার শয়নকক্ষে বসেছিলাম। আমার পোষা কুকুরটি আমার সাথে ছিল। হয়তো সেই সময় কেউ ভিডিওটি শুট করেছে। আমি টাকা সম্পর্কে কিছুই জানি না। যদি আমাকে এত টাকা রাখতে হত, তবে আমি তা আলমারিতে রাখতাম। কেউ নিশ্চয়ই ভিডিও বানিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি আখ্যান তৈরি করছে। ঘটনাচক্রে এই ভিডিওটি সামনে এসেছে শিরসাতকে (ঔরঙ্গাবাদ পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক) আয়কর দফতর একটি নোটিশ পাঠানোর একদিন পর। শিরসাত বলেন, আমি দ্রুত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করব। আমি কোনও চাপের মধ্যে নেই।

ধ্বংস অর্থনীতি, অবাধে চলছে লুঠপাট ফের ইউনুসকে বিঁধলেন শেখ হাসিনা

প্রতিবেদন: বাংলাদেশে এখন গণতন্ত্রের নামে জঙ্গিশাসন চলছে। দেশকে অস্থিতিশীল করে জঙ্গিসন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতাদখল করেছেন জঙ্গিনেতা ইউনুস। শুক্রবার ফের ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এই অভিযোগ করেছেন আওয়ামি লিগ নেত্রী তথা দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইউনুস এবং তাঁর জঙ্গি উপদেষ্টাবাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসকে তীব্র আক্রমণ করে শেখ হাসিনা প্রশ্ন তোলেন, শেয়ারবাজার থেকে ৯০,০০০ কোটি টাকা উধাও হয়ে গেল কোথায়? এর দায় তো ইউনুসের! ৯০,০০০ কোটি টাকা উবে গেল, সেই টাকা কে নিল? হাসিনার মন্তব্য, এভাবেই ধ্বংস হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বাজেটের টাকা নেই। অবাধে লুঠপাট চালাচ্ছে জঙ্গি-সন্ত্রাসের গ্রুপ। লুঠতরাজ করছে বিএনপি। আইন নেই, আদালত নেই, বিচার নেই, জীবনের নিশ্চয়তা নেই, সর্বত্র একটা দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে দেশ। হাসিনার কথায়, আমার সময় তো মেয়েরাও আন্দোলন করেছিলেন। আজ তাঁদের কী অবস্থা? নিরাপত্তা আছে তো? বাইরে তো বের হতেই পারছেন না তাঁরা! দেশ এমনই স্বাধীন হয়েছে যে সব ঘরে-ঘরে লুঠপাট চলছে। আন্দোলনের সময় নিহত পুলিশ-আনসারদের লাশ কোথায় গেল? হত্যা তো করেছে আন্দোলনকারীরাই।

বাংলাদেশ

হাসিনার কথায় এদিন আগাগোড়াই ঝরে পড়ছিল ইউনুসের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ। তাঁর প্রশ্ন, আমি কেন মারতে যাব? বরং প্রত্যেক আহতের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলাম আমিই। নিহতদের পরিবারের কাছে ছুটে গিয়েছি। যথাসম্ভব আর্থিক সাহায্যও করেছি। অথচ আমার বিরুদ্ধেই দেওয়া হল ৪৩৯টি মামলা। তারমধ্যে বেশিরভাগই খুনের। অথচ যাঁদের মৃত বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ফিরেও এসেছেন ৪০-৫০ জন। আগে আমার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হত, এখন বলা হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন।

ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে হাসিনা বলেন, ওরা বন্দর বেচে দিচ্ছে, দেশ বেচে দিচ্ছে। মায়ানমার সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে আরাকান সেনা। ইউনুসের নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন হাসিনা। আমেরিকায় গিয়ে প্রথম বিয়ের সময় খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণের পর আবার তিনি কবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তা নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব আছে বলে অভিযোগ হাসিনার। এমনকী বাংলাদেশের দ্বৈত-নাগরিকত্বের সুযোগ নিয়ে অন্য দেশের নাগরিক হওয়া ইউনুস আদতে ফ্রান্স না আমেরিকা, কোন দেশের নাগরিক তা জানান না বলে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন মুজিবকন্যা।

শুক্রবার কলকাতার যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমিতে মঞ্চস্থ হল ধূলিকণা প্রযোজিত নাটক ‘ইচ্ছেডানা’। পরিচালনায় ছিলেন প্রশান্ত ঘোষ রায়

স্পেশাল অপস সিজন ২

নীরজ পাণ্ডে পরিচালিত ‘স্পেশাল অপস সিজন ২’। সাইবার টেররিজম নিয়ে তৈরি ওয়েব সিরিজ। প্রযোজনায় ফ্রাইডে স্টোরিটেলার্স। অভিনয়ে কে কে মেনন। অ্যাকশনে ভরপুর ট্রেলার দেখে বোঝা গিয়েছে, অপেক্ষা করছে অনেক চমক। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বদলে গিয়েছে রুচি। নানারকম অপরাধমূলক ঘটনা এবং তার সমাধান দেখে রোমাঞ্চ অনুভব করছেন বেশিরভাগ দর্শক। সেই কারণেই সিনেমা-ওয়েব সিরিজে চাহিদা বেড়েছে ক্রাইম থ্রিলারের। অনেকেই মনে করেন, এগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। জানা যায়, কোন ভুল করলে কী ফল হতে পারে। বাড়ে সচেতনতা।

সিনেমার বাজার এখন আর আগের মতো নেই। তাই দেশের প্রথম সারির তারকা এবং অভিনেতারা ঝুঁকছেন ওয়েব সিরিজের দিকে। কে কে মেনন বলিউডের অন্যতম সফল অভিনেতা। বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি পা রেখেছেন ওয়েব সিরিজের দুনিয়ায়। কয়েক বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল ‘স্পেশাল অপস’। সেই সময় দর্শকদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। সিরিজটির মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সাইবার টেররিজম নিয়ে তৈরি এই সিরিজের দ্বিতীয় সিজন ‘স্পেশাল অপস সিজন ২’ আসছে। এই সিজনের গল্পও এগিয়ে যাবে সাইবার অপরাধ নিয়েই। কে কে মেননকে দেখা যাবে দ্বিতীয় সিজনেও। সিরিজের ট্রেলার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দিন গোনা শুরু করেছেন দর্শকেরা। ট্রেলারের শুরুতেই দেখানো হয়েছে দেশের একজন সফল বিজ্ঞানীর কিডন্যাপের ঘটনা। তাঁকে উদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কে কে মেনন অভিনীত চরিত্র ‘র’ এজেন্ট হিম্মত সিংয়ের উপর। এখানে বলা

হয়েছে— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খুব সুন্দর। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর। অ্যাকশনে ভরপুর ট্রেলারটি দেখে বোঝা গিয়েছে, এই সিজনে আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছে।

১১ জুলাই মুক্তি পাবার কথা ছিল সিরিজটি। মুক্তির দিন পিছিয়েছে। নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে কে কে মেনন জানিয়েছেন, ১১ জুলাইয়ের পরিবর্তে ১৮ জুলাই মুক্তি পাবে সিরিজের দ্বিতীয় সিজন। অর্থাৎ মুক্তির দিন এক সপ্তাহ পিছিয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নিতে হয়। তাই এমন সিদ্ধান্ত। মাত্র একটা সপ্তাহের অপেক্ষা। তারপরেই আপনাদের সামনে আসবে আপনাদের পছন্দের সিরিজ। টানটান উত্তেজনা থাকবে এবং সব ক’টি পর্ব একসঙ্গে আসবে।

আগের সিজনেও হিম্মত সিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কে কে মেনন। নিজের চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘হিম্মত সিং একজন অদম্য এবং মেধাবী অফিসার, যিনি এক নতুন ধরনের যুদ্ধের মুখোমুখি, যা ঐতিহ্যবাহী যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বরং ডিজিটাল জগতের ছায়ায় পরিচালিত। তিনি আরও জানিয়েছেন, ‘হিম্মত সিং প্রচলিত নায়ক নন। কোনওভাবেই গৌরবের ভাগীদার হতে চান না। তিনি দায়িত্ব পালন করতেই পছন্দ করেন। হুমকির মুখোমুখি হন। এবার হুমকিগুলো আরও নীরব। আরও মারাত্মক। একজন অভিনেতা হিসেবে এমন কোনও ভূমিকার মুখোমুখি হওয়া বিরল, যা আপনার নৈপুণ্য এবং চেতনাকে গভীরভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। পরীক্ষা করে। আশা করি চরিত্রটি দর্শকদের ভাল লাগবে।’

বাংলার পাশাপাশি হিন্দি সিনেমা এবং সিরিজে ফাটিয়ে কাজ করছেন টোটা রায়চৌধুরী। করণ জোহর পরিচালিত ধর্মা প্রোডাকশনের ‘রকি ওউর রানি’ ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। এই সিরিজে তাঁকে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে। জানা গিয়েছে, তাঁর চরিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে টোটা লিখেছিলেন— আ ওয়েডনেসডে দেখার পর থেকেই উনি আমার আইডল। যখন ফোন করে বললেন স্পেশ্যাল অপস ২-এ কাস্ট করতে চান, চমকে গিয়েছিলাম। ধন্যবাদ নীরজ স্যার!

ফারুক আলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন করণ টাক্কার। তিনিও নিজের উচ্ছ্বাস ভাগ করে নিয়েছেন। বলেছেন, ‘শৈশব থেকেই আমি স্পাই ওয়ার্ল্ডের ফ্যান। ফারুক যেন আমার অল্টার ইগো হয়ে উঠেছে।’

কে কে মেনন, টোটা রায়চৌধুরী, করণ টাক্কার ছাড়াও সিরিজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন গৌতমী কাপুর, কামাক্ষী ভাট, প্রকাশ রাজ। দিলীপ তাহি, বিনয় পাঠক প্রমুখ।

ভারতের পাশাপাশি তুরস্ক, আজারবাইজান, জর্ডনে হয়েছে সিরিজের শ্যুটিং। পরিচালক নীরজ পাণ্ডে এই সিরিজের প্রথম সিজন মুক্তির পর যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় সিজন পরিচালনা করেছেন তিনিই। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ‘আ ওয়েডনেসডে’, ‘বেবি’, ‘স্পেশ্যাল ২৬’-এর মতো দুর্দান্ত কিছু ছবি। তিনি বলছেন, ‘এই সিরিজ তৈরির শুরু থেকেই আমরা চেয়েছি এমন একটা জগৎ গড়তে, যা থ্রিল, স্কেল আর ইমোশন— এই তিনটে স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। নতুন সিজনে আমরা সব লেভেলই আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছি।’

ফ্রাইডে স্টোরিটেলার্স প্রযোজিত বহু প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় সিজনটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জিও-হটস্টারে মুক্তি পাবে। জিও-হটস্টার-এর অন্যতম প্রধান অলোক জৈন বলেছেন— ‘স্পেশ্যাল অপস শুধুমাত্র একটা সিরিজ নয়, এটা একটা ফ্ল্যাগশিপ কনটেন্ট মাইলস্টোন। দ্বিতীয় সিজন আরও বড়, স্মার্ট আর ইমোশনালি ইনটেন্স হতে চলেছে।’

মাঠে ময়দানে
12 July, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে করুণ নিজেকে প্রমাণ করেছে। পাশে দাঁড়িয়ে বললেন কোচ গম্ভীর

জকোর বিদায়, ফাইনালে সিনার বনাম আলকারেজ

আজ ট্রফির লড়াইয়ে ইগার সামনে আমান্দা

জয়োল্লাস নোভাককে উড়িয়ে সিনার। পাশে আলকারেজ। শুক্রবার।

লন্ডন, ১১ জুলাই : মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের ফরাসি ওপেন ফাইনালের অ্যাকশন রিপ্লে হতে চলেছে সেন্টার কোর্টে। উইম্বলডনে ছেলেদের সিঙ্গলস ফাইনালে মুখোমুখি গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারেজ ও জানিক সিনার। বিশ্বের এক ও দু'নম্বরের দ্বৈরথ। ফরাসি ওপেনে বাজিমাত করেছিলেন আলকারেজ। এবার কি বদলা নিতে পারবেন সিনার? নোভাক জকোভিচকে ছিটকে দিয়ে ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর।

কনুইয়ের চোট নিয়েও সার্ব তারকাকে কার্যত দাঁড় করিয়ে হারালেন ইতালীয় তারকা। স্ট্রেট সেটে জিতলেন সিনার। খেলার ফল ৬-৩, ৬-৩, ৬-৪। অন্যদিকে, শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে আমেরিকার টেলর ফ্রিৎজকে হারালেন ৬-৪, ৫-৭, ৬-৩, ৭-৬ গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন আলকারেজ। গত দু'বার সেন্টার কোর্টে ট্রফি জিতেছেন রাফায়েল নাদালের ভাবশিষ্য। রবিবার স্প্যানিশ তারকা নামবেন ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে। টানা ২৪ ম্যাচ জিতে ফাইনালে নামবেন তিনি। সেমিফাইনালে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হল আলকারেজকে। মনঃসংযোগ হারিয়ে দ্বিতীয় সেট হাতছাড়া করেন। তবে তৃতীয় সেটে দুর্দান্তভাবে ফিরে আসেন। রবিবার জিতলে বিশ্বের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে টানা তিনটি উইম্বলডন জয়ের নজির গড়বেন আলকারেজ। পাশাপাশি বিয়ন বর্গের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পরপর দু'বছর ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডন একইসঙ্গে জেতার রেকর্ড গড়বেন স্প্যানিশ তরুণ।

শনিবার মেয়েদের সিঙ্গলসে প্রথমবারের মতো উইম্বলডন ফাইনাল খেলতে নামবেন বিশ্বের চার নম্বর পোলিশ তারকা ইগা সুইয়াটেক। সেন্টার কোর্টে ইগার সামনে ২৩ বছরের মার্কিন তরুণী আমান্দা আনিসিমোভা। সেমিফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কাকে ছিটকে দিয়ে অঘটন ঘটিয়ে ফাইনালে উঠেছেন আনিসিমোভা। ইগার সামনে লড়াইটা সহজ হবে না।

প্রথমবার সেন্টার কোর্টে ফাইনালে নামার জন্য ছটফট করছেন পাঁচবারের গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ী ইগা। ফাইনাল নিয়ে উত্তেজিত পোলিশ তারকা বলেন, আমি সত্যিই উজ্জীবিত। নিজেকে নিয়ে গর্বিত। টেনিস কোর্টে সবরকমের অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। কিন্তু এখানে ঘাসের কোর্টে ভাল খেলার অভিজ্ঞতা ছিল না। এই প্রথম আমি সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষী। আমি উত্তেজনা অনুভব করছি।

চুক্তি বাড়িয়েই নেইমার-জাদু

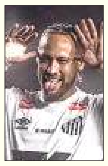

সাও পাওলো, ১১ জুলাই : চুক্তি নবীকরণের পর স্যান্টোসকে জেতালেন নেইমার। দেসপোর্তিভা ফেরোভিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে নিজে গোল করার পাশাপাশি সতীর্থকে দিয়ে গোলও করিয়েছেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড। স্যান্টোস জিতেছে ৩-১ গোলে। ব্রাজিলের নতুন কোচ কার্লো আনচেলোত্তির বিশ্বকাপ ভাবনাতে যথারীতি রয়েছেন নেইমার। তাই এদিনের ম্যাচটি সবাইকেই কিছুটা স্বস্তি দেবে। সেই চেনা ড্রিবলিং, ডিফেন্স চেরা থ্রু বাড়িয়ে নজর টেনেছেন নেইমার। ২০ মিনিটে ট্রেডমার্ক পেনাল্টি শটে দলের প্রথম গোলটি করেন। স্যান্টোসে যোগ দেওয়ার পর এটি ব্রাজিলীয় তারকার চতুর্থ গোল। ৩১ মিনিটে গেয়েরমের করা গোলের পাসটিও ছিল নেইমারের। পরে নেইমারের পরিবর্ত হিসেবে খেলেন পাদুলা। স্যান্টোসের তৃতীয় গোলটি দিয়েগো পিতুচার। রোবিনহোর ছেলে রোবিনহো জুনিয়র এদিন ক্লাবের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেললেন। ম্যাচের পর নেইমার বলেন, ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর আগে এই ম্যাচ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি নিজেও এখন উন্নতি করছি।

মহিলা ক্রীড়াবিদদের পাশে থাকুক পরিবার

দুর্বলতা খুঁজে প্রস্তুতি শুরু করেছেন নীরজ

প্রতিবেদন : চলতি মরশুমে পরপর তিনটি খেতাব জিতলেও ৯০ মিটারের ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছেন না জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া। ট্র্যাকে ফাউল থ্রোও হচ্ছে অনেক। প্র্যাকটিসে যে ভুল করছেন না, তা ম্যাচে হচ্ছে। কোথায় ভুল হচ্ছে, তা চিহ্নিত করেই সংশোধনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন নীরজ।

অক্টোবরে টোকিওতে বিশ্বসেরার খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবেন নীরজ। তার আগে নিজের খামতির জায়গা মেরামত করে নিতে চান। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি নিতে চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগ এবং নিমবার্কে ৫৭ দিনের ট্রেনিং নেবেন নীরজ। শুক্রবার রাতেই ফিজিও ইশান মারওয়াকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ-যাত্রায় রওনা হয়ে গিয়েছেন ভারতীয় তারকা অ্যাথলিট। তার আগে সংবাদমাধ্যমকে নীরজ বলে গেলেন, আমি ইতিমধ্যেই কিছু জায়গা চিহ্নিত করেছি। যেখানে আমাকে উন্নতি করতে হবে। সেটা নিয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছি। জ্যাভলিন ছোঁড়ার সময় আমি বাঁ-দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছি। এই দিকটায় আমি কাজ করছি। ট্রেনিংয়ে আমি এটা করি না। কিন্তু প্রতিযোগিতায় নেমে এটা হচ্ছে। কারণ, সেখানে বেশি দূরত্বে জ্যাভলিন ছোঁড়ার জন্য আমি অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে ফেলছি। ৯০ মিটারের ধারাবাহিতা চান নীরজ। ভারতের সোনার ছেলে বলছেন, এই বছর আমি ৯০ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়েছি। কিন্তু আমি আরও ধারাবাহিকতা চাইছি। ৮৮-৮৯ মিটার নিয়মিত ছুঁড়ছি। আমার কোচ খুশি। কিন্তু আরও ধারাবাহিকতা দরকার।

এদিকে, হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের বাবার হাতে খুনের ঘটনায় সাড়া পড়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রীড়ামহলে। হরিয়ানারই বাসিন্দা নীরজ চোপড়া এই ঘটনায় বলেছেন, মহিলা খেলোয়াড়দের পরিবার থেকে আরও সাহায্য পাওয়া দরকার। নীরজ বলেছেন হরিয়ানা থেকে অনেক মহিলা খেলোয়াড় উঠে এসেছেন। তাঁরা দেশকে গর্বিত করেছেন। তাই পরিবারের উচিত তাদের পাশে থাকা।

রেকর্ড ভাঙা উচিত ছিল, মুল্ডারকে বললেন লারা

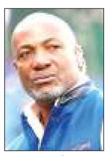

জোহানেসবার্গ, ১১ জুলাই : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বুলাওয়াতে টেস্টের দ্বিতীয় দিন লাঞ্চে ৩৬৭ রানে অপরাজিত থাকা অবস্থায় ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্বর্তী অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার। মাত্র ৩৩ রান দূরে থেকেও ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের বিশ্বরেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করেননি তিনি। মুল্ডারের এরজন্য কোনও আফসোস নেই। তিনি জানিয়েছিলেন, এমন রেকর্ড লারার কাছেই মানায়। কিন্তু স্বয়ং ত্রিনিদাদের রাজপুত্র নিজে মুল্ডারকে বলেছেন, রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করা উচিত ছিল।

তাঁকে ঠিক কী বলেছেন লারা, তা নিজেই জানিয়েছেন মুল্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদমাধ্যম সুপারস্পোর্টকে মুল্ডার বলেন, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর ব্রায়ান লারার সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি খেলেছি আমার লেগ্যাসির জন্য। তাই তোমার উচিত ছিল এই রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করা। রেকর্ড তো ভাঙার জন্যই। ভবিষ্যতে যদি ফের এমন সুযোগ আসে সেদিন যেন আমি ৪০০ রানের রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করি।

লারার কাছ থেকে এমন কথা শোনার পরও মুল্ডার নিজের ভাবনাতেই অটল। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার বলেন, এটা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। আমা এখনও বিশ্বাস করি, সেদিন আমি সঠিক কাজটাই করেছি। আমার কাছে খেলাটার সম্মানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই চেয়েছিলাম, ব্রায়ান লারার কাছেই রেকর্ডটা থাকুক। মুল্ডার এটাও জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুকরি কনরাডও তাঁকে নাকি বলেছিলেন, এই বিশাল স্কোর কিংবদন্তির জন্যই রেখে দাও।

> পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর ব্রায়ান লারার সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি খেলেছি আমার লেগ্যাসির জন্য। তাই তোমার উচিত ছিল এই রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করা। রেকর্ড তো ভাঙার জন্যই

ইংল্যান্ডে শুভমনকে বল করতাম না : স্টার্ক

আজ সেঞ্চুরি টেস্টে বাঁহাতি ফাস্ট বোলার

জামাইকা, ১১ জুলাই : ক্রিকেটে আরও এক মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে মিচেল স্টার্ক। গ্লেন ম্যাকগ্রার পর অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় পেসার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নামছেন তিনি। তার উপর স্টার্কের শততম টেস্ট গোলাপি বলে দিন-রাতের। শনিবার জামাইকার কিংস্টনে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টেস্ট ম্যাচ। প্রথম দু'টি টেস্ট জিতে সিরিজ ইতিমধ্যেই পকেটে প্যাট কামিন্সদের। লক্ষ্য এবার হোয়াইটওয়াশ। শততম টেস্ট খেলতে নামার আগে ৩৫ বছরের অস্ট্রেলীয় স্পিডস্টার জানিয়েছেন, নিজেকে বয়স্ক মনে হচ্ছে। একইসঙ্গে জানান, ইংল্যান্ডে পাটা উইকেটে ফর্মে থাকা শুভমন গিলের মতো ব্যাটসম্যানকে তিনি বল করতে চাইতেন না।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতের নতুন টেস্ট অধিনায়কের দুরন্ত ফর্মে মুগ্ধ স্টার্ক। তবে শুভমনের ব্যাটিংয়ের থেকেও ইংল্যান্ডের নিষ্প্রাণ উইকেট নিয়েই পরোক্ষে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার। স্টার্ক বলছেন, ইংল্যান্ডে আমি গিলকে বল করতাম না। এটা নিশ্চিত। আমি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের খেলা বেশি দেখিনি। স্কোরকার্ড দেখেছি। ইংল্যান্ডে এই উইকেটগুলোতে বল করে কে আর বাচ্চা হতে চাইবে! একেবারে উপমহাদেশের মতো উইকেট। আমি তো বিশ্বাস করতেই পারছি না।

মাইলস্টোন টেস্টের আগে স্টার্ক বলেছেন, বেড়ে ওঠার সময় চেয়েছিলাম, ব্যাগি গ্রিন মাথায় চাপাতে। ভাবিনি একটা টেস্ট খেলতে পারব। অভিষেক টেস্টের পর ভেবেছিলাম, বাকি ৯৯টা সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। এখন নিজেকে বয়স্ক মনে হচ্ছে।

শততম টেস্টের প্রাক্কালে স্টার্ক জানিয়েছেন, টেস্ট ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট মিস করার জন্য তাঁর মোটেই অনুশোচনা নেই। তিনি বলেন, আমার কাছে টেস্ট ক্রিকেটই সবচেয়ে কঠিন ফরম্যাট ছিল। নিজেকে এখানে যোগ্য মনে করেছিলাম বলেই এই ফরম্যাট থেকে দূরে থাকতে পারিনি। যে বছরগুলোতে আমি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলিনি, তার জন্য আমার কোনও আফশোস নেই। লাল বলের ক্রিকেটের জন্য সবসময় নিজেকে তরতাজা রাখতে চেয়েছি।

অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপের আগে তিন পর্যায়ে ৮৩ দিনের শিবির হবে সঙ্গীতাদের

লিগের ম্যাচ ফিরুক ময়দানে, ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চে ক্রীড়ামন্ত্রী

বারাসতে মাঠ পরিদর্শনে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। (পাশে) ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অনুষ্ঠানে সৌরভ-ঝুলনদের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু-সহ বিশিষ্টজনেরা।

প্রতিবেদন : কলকাতা ময়দানে ফিরে আসুক কলকাতা লিগের ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গলের অনুষ্ঠানে এসে এই অনুরোধ আইএফএ কর্তাদের করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্কুল অফ এক্সেলেন্সের যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট। শুক্রবার শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে ক্লাবের অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামী-সহ বিশিষ্টরা। এছাড়াও মঞ্চে হাজির ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম থাপা, রহিম নবি-সহ ইস্টবেঙ্গলের একঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলার এবং কর্তারা। সৌরভ ও ঝুলনের হাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ তুলে দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ইস্টবেঙ্গলের অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকেই ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস অনুরোধ করেন কলকাতা লিগের ম্যাচ ময়দানে দেওয়ার জন্য। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, কলকাতা লিগের খেলা কলকাতায় হওয়া উচিত। কেন শুধু জেলাতেই হবে! বাংলার সেরা লিগ ময়দানে হবে না, এটা হতে পারে না। কেন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডানের ম্যাচ ময়দানে করা যাচ্ছে না, সেটা দেখা উচিত আইএফএ-র। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৩৩ নম্বরে নেমে গিয়েছে ভারত। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের। যতদিন না বাংলার ফুটবল সমৃদ্ধ হবে, ভারতীয় দলও ততদিন সমৃদ্ধ হবে না। ইস্টবেঙ্গলের উদ্যোগের প্রশংসাও করেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

শুক্রবার বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শনে যান ক্রীড়ামন্ত্রী। কৃত্রিম ঘাসের মাঠ ছিল আগে। ফিফা অ্যাস্ট্রোটার্ফ নিষিদ্ধ করায় স্টেডিয়ামে নতুন ঘাসের মাঠ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নের অন্যান্য কাজও চলছে। তারই অগ্রগতি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, মন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী ও আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮০ শতাংশ কাজ শেষ। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সব খেলা শুরু হবে। বারাসতে কলকাতা লিগের ডার্বি হওয়ার ব্যাপারেও জল্পনা চলছে।

ক্লাবগুলোকে চিঠি এফএসডিএলের

আপাতত স্থগিত থাকছে আইএসএল

প্রতিবেদন : ভারতীয় ফুটবলে ঘোর দুর্দিন। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) আকাশ আরও অন্ধকার। আপাতত দেশের সেরা লিগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে শুক্রবার এআইএফএফ এবং আইএসএলের ক্লাবগুলিকে চিঠি দিল লিগের আয়োজক ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল)। চিঠিতে এফএসডিএল জানিয়ে দিয়েছে, পরিস্থিতি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তারা এখন আইএসএল নিয়ে এগোতে পারছে না। সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার আগে ফেডারেশনের কোর্টেই বল ফেলল এফএসডিএল।

চিঠিতে এফএসডিএল জানিয়েছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে তাদের স্বাক্ষরিত হওয়া ১৫ বছরের মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) আগামী ৮ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত সময়ে আইএসএল শুরু হলেও এক তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। চুক্তি নবীকরণ নিয়ে কয়েক মাস আগে আলোচনা শুরু হলেও কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। যেহেতু ডিসেম্বরের পর চুক্তি থাকছে না এবং আইএসএল শেষ হওয়ার কথা মার্চ-এপ্রিলে, তাই ২০২৫-২৬ মরশুমের আইএসএল নিয়ে পরিকল্পনা, আয়োজন বা বাণিজ্যিকীকরণ করতে অপারগ এফএসডিএল।

চিঠিতে সমস্ত ক্লাব ও এআইএফএফ-কে এফএসডিএল লিখেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ২০২৫-২৬ মরশুম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো জায়গা নেই। তাই যতদিন না পর্যন্ত নতুন চুক্তি নিয়ে কোনও স্পষ্ট ছবি বা ব্যাখ্যা সামনে আসছে ততদিন আইএসএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ক্লাবগুলির সঙ্গে যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং তারা যাতে নিজেদের মতো পরিকল্পনা করতে পারে, তাই চিঠি দিয়ে সকলকে পরিস্থিতি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১৮ জুলাইয়ের মধ্যেই ফেডারেশনের নতুন সংবিধান এবং নির্বাচন নিয়ে রায় আসার কথা সুপ্রিম কোর্টের। তখনই আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছবিটা স্পষ্ট হতে পারে।

আটকাল মোহনবাগান, পরীক্ষা লাল-হলুদের

ম্যাচে ব্যর্থ টংসিংরা। শুক্রবার নৈহাটিতে।

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মোহনবাগান। শেষ দুই ম্যাচে কালীঘাট লাভার্স ও রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিতে ছন্দ ফিরে পেয়েছিল তারা। তবে শুক্রবার সেই ছন্দ ধরে রেখে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে পারল না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। একাধিক সুযোগ নষ্ট করে এদিন নৈহাটিতে বৃষ্টিস্নাত ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে আটকে গেল বাগানের যুব দল। গোলশূন্যভাবে শেষ হল ম্যাচ। ফলে এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ডেগি কার্ডোজোর দলকে।

রেল ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় জর্জের বিরুদ্ধে খেলেননি সালাউদ্দিন আদনান। তাঁর অভাব এদিন বারবার বোঝা গিয়েছে। প্রথমার্ধে কর্নার কাজে লাগাতে পারেনি মোহনবাগান। ৩৯ ও ৪২ মিনিটে মোহনবাগান গোলের সুযোগ পেলেও জর্জ গোলকিপারের সৌজন্যে দু'টি ক্ষেত্রেই গোল হয়নি। বিরতির ঠিক আগেও সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যে সুযোগ নষ্ট করে সবুজ-মেরুন। পাল্টা প্রতিআক্রমণে বাগান রক্ষণে চাপ বাড়ালেও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ জর্জও। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে জর্জ গোলকিপারকে একা পেয়েও বল জালে জড়াতে ব্যর্থ মোহনবাগানের ফুটবলার।

এদিনও নৈহাটিতে ম্যাচ চলাকালীন অব্যবস্থার ছবি সামনে আসে। মোহনবাগানের রিজার্ভ ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের ভিআইপি বক্সে বসতে দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত আইএফএ সচিবের মধ্যস্থতায় সমস্যা মেটে। শনিবার লিগে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। সামনে ক্যালকাটা কাস্টমস। বেহালা এসএস স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে লাল-হলুদের আগের ম্যাচ বৃষ্টিতে পণ্ড হয়েছিল। তার আগের ম্যাচে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ড্র করে বিনো জর্জের দল। প্রথম ম্যাচে সাত গোলে জয়ের পর পয়েন্ট নষ্ট। তাই কাস্টমসের বিরুদ্ধে জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল।

বিদেশিহীন ডুরান্ড চাইল সবুজ-মেরুন

প্রতিবেদন : বিদেশি ফুটবলার ছাড়াই ডুরান্ড কাপ আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে ফেডারেশনকে চিঠি দিল মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিতে এআইএফএফ-কে অনুরোধ করেছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। আইএসএল ও আই লিগ ছাড়া দেশের বাকি প্রতিযোগিতায় বিদেশি খেলানো বন্ধ। তাই ডুরান্ডেও বিদেশি চায় না মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তাও কেটে গিয়েছে। কারণ, বাগানের চার শর্ত মেনে নিয়েছে ডুরান্ড কমিটি। শর্তের অন্যতম ছিল, ডুরান্ড কমিটির আওতায় চলে যাওয়া যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে অনুশীলনের অনুমতি পাওয়া। সেটাও মিলেছে। সূচি নিয়ে দু'টি শর্ত আগেই মেনে নিয়েছিল ডুরান্ড। বাকি শর্ত ছিল টিকিট সংক্রান্ত। পর্যাপ্ত টিকিট না পাওয়া নিয়ে দুই প্রধানের সঙ্গে গতবার সংঘাত বেঁধেছিল ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের।

শেষমেশ কিপার? বাবরকে নিয়ে গুঞ্জন

লাহোর, ১১ জুলাই : মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন আফ্রিদির সঙ্গে পাকিস্তানের টি-২০ দল থেকে বাদ পড়েছেন বাবর আজমও। আর তারপরই তাঁকে ঘিরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। দলে জায়গা পেতে তারকা ব্যাটারকে কি এবার তাহলে উইকেট কিপিং করতে হবে? কোচ মাইক হেসন অবশ্য জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার এও বলেছেন, আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।

আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার বাবর। কিন্তু দুঃসময় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তার ফলে পাক দলে কোথায় তাঁর জায়গা হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। কোচ হেসন অবশ্য গুঞ্জনে সলতে পাকিয়ে পরে বলেন, জানি না কোথা থেকে এই খবর এসেছে। আমিও এই গুঞ্জন শুনেছি। এই মুহূর্তে বাবর লড়ছে ওপেনিং স্লট নিয়ে। সেখানে ওর সঙ্গে লড়াই ফকর জামান আর সাইম আয়ুবের। এরপর পাক কোচ বলেছেন, বাবর যা প্লেয়ার তাতে ওর অনেক উন্নতির সুযোগ আছে। আমি এখানে এসেছি এই উন্নয়ন ঘটাব বলে। গত এক মাসের মধ্যে ও অনেক উন্নতি করেছে। আমার মনে হচ্ছে কোথাও গিয়ে ৩০-৪০ রান কম হচ্ছে। আমাদের এই ফাঁক বোজাতে হবে।

মাঠে ময়দানে
12 July, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুযোগ পেলেই তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনির খেলা দেখতেন। দেখে অনেক শিখেছেন। বললেন দীপ্তি শর্মা

ম্যাড়মেড়ে লর্ডসে বুমরাই ব্যতিক্রম

ইংল্যান্ড ৩৮৭, ভারত ১৪২/৩ (দ্বিতীয় দিন)

লন্ডন, ১১ জুলাই : ক্রিকেট কৌলিন্যে লর্ডস এখনও একনম্বর। কিন্তু বাজবলের মতো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বাইশ গজ। আগে বল মুভ করত। ব্যাটারদের পরীক্ষা হত। এখন অতীত। তাই লর্ডসে যা হচ্ছে সেটা নিষ্প্রাণ উইকেটে যান্ত্রিক ক্রিকেট। ইংল্যান্ড প্রায় চারশো। ভারত ১৪২/৩। দু'দিনের ম্যাড়মেড়ে চিত্রনাট্যে একমাত্র ব্যতিক্রম জসপ্রীত বুমরা। আরও এক ফাইফার। ৭৪ রানে ৫ উইকেট। যা তিনি বলেই এখানে সম্ভব হল।

যে তিন ভারতীয় আউট হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে করুণ করেছেন ৪০। যশস্বীর ১৩। আর গোল্ডেন ফর্মে থাকা শুভমনের ১৬। তিন উইকেটে ১০৭ রানে পড়ে যাওয়ার পর রাহুল-ঋষভ পার্টনারশিপ চলছে। রাহুল ৫৩ নট আউট। ঋষভ ব্যাটিং ১৯। আঙুলের চোট যে পিছু ছাড়েনি সেটা বোঝা গেল ঋষভের ব্যাটিংয়ে। কিন্তু এখনও ২৪৫ রানে পিছিয়ে ভারত। এই জুটিকে শনিবার যতদূর সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে।

চার বছর পর টেস্ট খেলতে নেমে জোফ্রা আর্চার শুরুতেই ফিরিয়ে দেন যশস্বীকে। পরের দুটি উইকেট স্টোকস ও ওকসের। ওকস অবশ্য অনেক রান দিলেন। বাকিরা যতটা কৃপণ বল করেছেন, ততটাই গুটিয়েছিলেন ব্যাটাররা। রাহুল রাহুল ৫৩ রান করতে ১১৩ বল খেলেছেন। করুণ ৪০ করেছেন ৬২ বলে।

জো রুটকে আউট করার পর বুমরাকে সতীর্থদের অভিনন্দন। শুক্রবার লর্ডসে।

উইকেট বোলারদের পাশে না থাকলেও ৩.৪৪-এর বেশি গড়ে রান তুলতে পারেনি ভারত। ইংল্যান্ড সামান্য বেশি ৩.৪৮। তাও কয়েক সপ্তাহ আগে টেস্ট ফাইনালে দাপিয়ে বেড়ানো হ্যাজলউড-এনগিডি এখানে নেই!

স্মিথ (৫১) আর কার্স (৫৬) জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করছেন বলেই ইংল্যান্ড ৩৮৭ পর্যন্ত যেতে পেরেছে। না হলে একসময় ২৭১ রানে তাদের ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। বুমরা পরপর তিন উইকেট নিয়ে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডকে। পরে এই দু'জন মিলে ৯৯ রান যোগ করেন। বুমরা আরও একবার এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিলেন। এছাড়া দুটি করে উইকেট নিয়েছেন সিরাজ ও নীতীশ। একটি উইকেট রবীন্দ্র জাদেজার।

বাজবল থেকে ইংল্যান্ড আগের দিনই সরে এসেছিল। এদিন সকালের দু'ঘণ্টায় তাঁরা তুলেছে ২২ ওভারে ১০২ রান। এরমধ্যে অবশ্য ৩টি উইকেট হারিয়েছে তারা। কিন্তু সপ্তম উইকেটে ২৭১ রানে পড়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ড পরিস্থিতি সামলে নেয় স্মিথ ও কার্সের জন্য। স্মিথ এই সিরিজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন।

শুক্রবার লাঞ্চের আগেই হাফ সেঞ্চুরি হয়ে গিয়েছিল স্মিথের। সকালে ২৫১/৪ নিয়ে ব্যাটিং শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। রুটের আর ১ রান দরকার ছিল ৩৭তম সেঞ্চুরিতে পৌঁছতে। তিনি শতরানে পৌঁছে গেলেও আর বেশিদূর এগোতে পারেননি। টেস্ট সেঞ্চুরিতে রুট এখন পাঁচে। সামনে শচীন, পন্টিং, কালিস ও সাঙ্গাকারা। বুমরা অবশ্য পরে বিধ্বংসী চেহারা নিয়ে ফিরিয়ে দেন স্টোকস (৪৪), রুট (১০৪) ও ক্রিস ওকসকে।

আগের দিন শেষ বেলায় নতুন বল নেয় ভারত। স্রেফ তিন ওভার পুরনো বল নিয়ে শুক্রবার খেলা শুরু করেছিলেন শুভমনরা। আর বুমরা সেই সেমি নতুন বল নিয়ে চাপে ফেলে দেন ইংল্যান্ডকে। কিন্তু সেই বল একটু পুরনো হতেই স্মিথ আর কার্স অবস্থা সামলে নেন। বিশেষ করে স্মিথ শুরু থেকেই দাপটে ব্যাট করেছেন। এখানেও কেউ তাঁকে সমস্যায় ফেলতে পারেনি।

ডিউক বল নিয়ে বিতর্ক জারি ছিল এদিনও। আগের দুই টেস্টেও দেখা গিয়েছে এই বলের আকার খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হচ্ছে। শুক্রবার যেমন বল ১০ ওভার পুরনো হতেই বদলে দেন আম্পায়াররা। যা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন শুভমন। প্রশ্ন হল, এত তাড়াতাড়ি বলের আকার নষ্ট হয় কী করে? ভারতীয় দল আম্পায়ার সরফুদ্দৌলা সৈকতের কাছে জানতে চায় এত দ্রুত বলের আকার নষ্ট হয় কী করে!

এজবাস্টনেও এই ঘটনা ঘটেছিল। বল পাল্টাতে গিয়ে ম্যাচের অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। এদিন ১০ ওভারের পুরনো বল হিসাবে ভারতীয়দের হাতে যে বল তুলে দেওয়া হয়েছিল সেটা অনেকের মনে হয়েছিল ২০ ওভারের। তাই এই বল পাল্টে আরেকটা বল দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন শুভমনরা। কিন্তু দুই আম্পায়ার তাতে কর্ণপাত করেননি।

দ্বিতীয় দিনেও কিপিং করলেন না ঋষভ

লন্ডন, ১১ জুলাই : ঋষভ পন্থের চোটের আপডেট দিল বিসিসিআই। কিন্তু তাতে এটা পরিষ্কার হল না যে দিল্লির বাঁ-হাতি উইকেট কিপার-ব্যাটার লর্ডস টেস্টে আর কিপিং করতে পারবেন কি না। বিসিসিআই এক বার্তায় জানিয়েছে, ঋষভ সেরে উঠছেন। ভারতীয় দলের মেডিক্যাল ইউনিট তাঁর দিকে নজর রাখছে। আর ধ্রুব জুরেল দ্বিতীয় দিনেও উইকেটের পিছনে থাকবেন। লর্ডসে টেস্টের প্রথম দিন ৩৪তম ওভারে বুমরার বল ঋষভের বাঁ-হাতের ইনডেক্স ফিঙ্গারে লেগেছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই বল ধরতে পারেননি তিনি। দুটি বাই রান হয়েছিল। আঙুলে ভালরকম চোট পান ঋষভ। তাঁকে যন্ত্রণায় কাতর হতে দেখা যায়। এরপরই তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। ঋষভের জায়গা নেন জুরেল। ঋষভের চোট দলের জন্য বেশ বড় ধাক্কা। যেহেতু তিনি রানের মধ্যে আছেন। শুভমনের পর তিনি হলেন এই সিরিজে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী। সর্বোচ্চ রান ১৩৪। ঋষভের জায়গায় নামা জুরেল এখনও পর্যন্ত চারটি টেস্ট খেলেছেন। ঋষভ অবশ্য পরে ব্যাট করতে নেমে নট আউট রয়েছেন।

কিশোরের কীর্তি দু'ওভারে হ্যাটট্রিক

লন্ডন : ক্রিকেটের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি, তাই করে দেখালেন কিশোরকুমার সাধক। ৩৭ বছরের স্পিনার একই ইনিংসে পরপর দু'ওভারে হ্যাটট্রিক করলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার এই কীর্তি গড়েছেন ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে ষষ্ঠ ডিভিশনের ম্যাচে। ইপসউইচ অ্যান্ড কোলচেস্টার ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন কেসগ্রেভের বিরুদ্ধে। ম্যাচে ২১ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন কিশোর। পরপর দু'ওভারে দু'বার হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। কিশোরের বলে পাঁচজনই বোল্ড হয়েছেন। বিরল নজির গড়ে কিশোর বলেছেন, ষষ্ঠ উইকেট নেওয়ার পর আমি আকাশে উড়ছিলাম। প্রচুর ফোন পাচ্ছি। খুব মজা করেছি। দারুণ সব মুহূর্ত কাটাচ্ছি। এর আগে শেফিল্ড শিল্ডে মিচেল স্টার্ক এবং ১১৩ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ারই জিমি ম্যাথিউস এই নজির গড়েছিলেন।

মত প্রকাশের অধিকার সবার আছে : গম্ভীর

আমি নই, গুরুত্বপুর্ণ হল ভারতীয় ক্রিকেট

লন্ডন, ১১ জুলাই : তাঁর মনে হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে একসঙ্গে তিন ফরম্যাটে এমন ট্রানজিশন আগে আসেনি। গৌতম গম্ভীর তাই বলছেন, এই পরিস্থিতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল ঘরোয়া ক্রিকেট। বোর্ড টুর্নামেন্ট।

আইপিএলে সাফল্য নিয়ে ভারতীয় দলের হেড কোচ হয়েছেন প্রাক্তন বাঁহাতি। কিন্তু এসে থেকে পরপর হেরেছেন নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ব্যর্থ হয়েছেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পা রাখতে। এমনকী ইংল্যান্ডে প্রথম টেস্টেও হেরেছিল তাঁর দল। বার্মিংহামে অবশ্য ভারত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গম্ভীর জানেন, কোচ হিসাবে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে নিরন্তর কাটাছেঁড়া চলবে। তবে ব্যক্তি আমিকে একদমই গুরুত্ব দিতে চান না তিনি।

লর্ডসে টেস্ট চলাকালীন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে গম্ভীর চেতেশ্বর পূজারাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে তিন ফরম্যাটে একসঙ্গে এমন পরিবর্তন সম্ভবত আগে আসেনি। আমাদের তাই ঘরোয়া ক্রিকেটে জোর দিতে হবে। প্রসঙ্গত, করুণ নায়ার, সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশকুমার রেড্ডিরা এখান থেকেই উঠে এসেছেন। রোহিত, বিরাট, অশ্বিনরা সরে যাওয়ার পর শূন্য স্থান এঁরা ভরিয়েছেন।

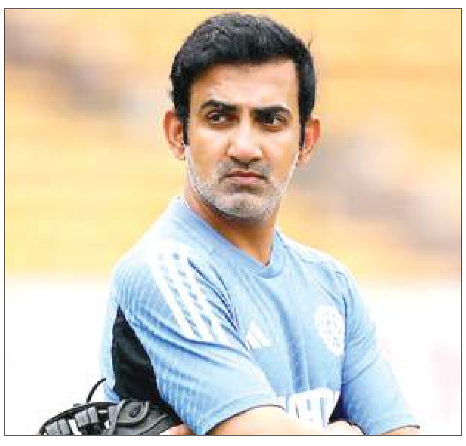

গম্ভীর অতঃপর বলেছেন, লড়াইটা আসলে প্রত্যেক দিনের। এখানে দেশের হয়ে খেলাটাই আসল ব্যাপার। গৌতম গম্ভীর কোনও বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতীয় ক্রিকেট। আর ভারতীয় ড্রেসিংরুমের সংস্কৃতি নিয়ে প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। আমি প্রতিটি মতামতকেই গুরুত্ব দিই।

নীতীশে আস্থা রাখা উচিত, মত কুম্বলের

লন্ডন, ১০ জুলাই : লর্ডসের বাইশ গজে প্রথম দিন ওপেনারদের রান করতে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে। ভারতীয় বোলারদের ধারাবাহিকতা দেখে খুশি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেড কোচ অনিল কুম্বলে। কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার মনে করেন, ভারতীয় পেসাররা বোলিংয়ে শৃঙ্খলা দেখিয়েছেন। বিশেষ করে চতুর্থ সিমারের ভূমিকায় নীতীশ রেড্ডির পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন কুম্বলে। প্রাক্তন তারকা স্পিনার ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে পরামর্শ দিয়েছেন নীতীশেই ভরসা রাখার। অহেতুক পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন তিনি।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কুম্বলে বলেছেন, টসের পর থেকেই বেশ মজার ব্যাপার দেখলাম। প্রথম দু'টি টেস্টের থেকে লর্ডসে সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশলে ব্যাটিং করতে দেখলাম ইংল্যান্ডকে। আগ্রাসী 'বাজবল' নীতি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাট করল তারা। ইংল্যান্ড ব্যাটাররা বুঝেছে, এই পিচ সম্পূর্ণ আলাদা। আর ইংল্যান্ড ব্যাটাররা শান্ত থাকতে পেরেছে ভারতের বোলিংয়ে শৃঙ্খলা থাকায়।

কুম্বলে যোগ করেন, আমি অবাক হয়েছি নীতীশকুমার রেড্ডির বোলিং দেখে। ধারাবাহিকভাবে নীতীশ ঠিক জায়গায় বলটা রেখেছে। দু-একটা শর্ট বল লেগ সাইডে ছিল। বাকিটা শৃঙ্খলা রেখে বোলিং করেছে। জ্যাক ক্রলিকে করা ডেলিভারিটা দুরন্ত। নীতীশ অস্ট্রেলিয়ায় বেশ ভাল করেছে। ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি ছিল, খুব বেশি উইকেট না পেলেও ভাল বোলিং করেছে। জুটি ভাঙতে পারলে ফাস্ট বোলাররা বিশ্রাম পাওয়ার সুযোগ পায়। এক স্পেলে ১৪ ওভার বল করেছে। ফিটনেস এবং নিয়ন্ত্রণ দেখা গিয়েছে। নীতীশ একজন দক্ষ ফিল্ডারও। ভারতের উচিত ওকে খেলিয়ে যাওয়া এবং টিমে অহেতুক পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নেই।

তমসো মা জ্যোতির্গময়

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর কথা আমরা জানি সবাই কিন্তু সময়ে দিশা পাই না এমনটা ঘটে আকছার। ক্ষেত্রবিশেষে সেই দিশা দেখানোর কাজটা করেন অনেকেই। যাঁদের থেকে জীবনের পাঠ পাওয়া যায়, যাঁরা শর্তহীন সঙ্গ দেন সব মুহূর্তে— তাঁরাই আমাদের গুরু। দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের জীবনের প্রথম গুরু আমাদের মা। জন্মদাত্রী। তবু এমন আরও কেউ কেউ আছেন যাঁরা রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে কিন্তু আলোর পথযাত্রী। তাঁদের কথা **চৈতালী সিনহার কলমে**

আনন্দময়ী মা

গুরু শব্দের অর্থ জীবনে যাঁর গুরুত্ব আছে। গভীর প্রয়োজন আছে। এককোষী ভ্রূণের বহু বিভাজন থেকে যে শরীর আলো দেখে পৃথিবীর তাকে জীবনের হাঁটি-হাঁটি পা-পা থেকে শুরু করে শিখতে হয় আমৃত্যু। কখনও কেউ হাতে ধরে শেখায়, বলে শেখায় কখনও সে নিজে শেখে। ঠেকে শেখে, ঠকে শেখে। কখনও অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য লাগে পরাবিদ্যা শিক্ষা। জীবিকা অর্জনের জন্য লাগে অপরাবিদ্যা। তাই শিক্ষা এক আবহমান নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। যেকোনও শিক্ষক হলেন গুরু। 'গু' মানে অজ্ঞানের অন্ধকার এবং 'রু' মানে আলো। অন্ধকার দূর করে যিনি আলো দেখান বা জ্ঞান দান করেন তিনিই গুরু। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তাই গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গুরু পূর্ণিমা।

মাদার টেরিজা

এক অক্ষরের গুরু

পৃথিবীর আলো দেখানোর জন্য, টিকে থাকার জন্য প্রথম শিক্ষা শুরু হয় মায়ের কাছ থেকে। তাই আদি গুরু মা। স্বর্গের চেয়েও বড় মানে কতটা বড় না ভেবে বড়র যে অন্ত শব্দ বৃহত্তম, মা বোধকরি তাতেও আঁটবেন না। সৃষ্টির পিছনে যে রহস্যই থাক না কেন, তিনি জগৎকারণ কালকলন কালী হোন চাই পরমপিতা কিংবা সেই নিরাকার ব্রহ্ম কিংবা বিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্ব সেই স্রষ্টা এক মহারসিক নিঃসন্দেহে। ভবিষ্যতে নারীর হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে, চলে যাবে তার স্বাধীনতা এমন একটা ধারণা তাঁর নিশ্চয়ই হয়েছিল। তাই মাকে গুরুর আসনে বসাবার সব ব্যবস্থা করেই সৃষ্টি হয়েছিল মানব কোষের, যেখানে কোষের শক্তিঘর মাইটোকনড্রিয়ার ডিএনএ আসে সর্বদা মাতৃকোষ থেকে। বংশ পরম্পরায় পিতৃকুল আর গোত্র রক্ষা বাইরে চললেও ভিতরে শক্তি বহন করে মা। তাই জাগতিক আধ্যাত্মিক দৈবিক সব গুরুর আগে মা পরম গুরু।

গুরু পূর্ণিমার পুণ্য জোছনার মেদুর আলোয় কয়েকজন মাকে দেখব যাঁরা জগৎ কল্যাণের মহাদায় নিয়ে হয়ে উঠেছিলেন মা— গুরুপত্নী নন, পাতানো মা নয়, জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে হয়েছিলেন মহাগুরু, সত্যিকারের মা— বিজ্ঞানের পরিভাষায় মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ।

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর নৃত্য সম্পর্কে আনন্দময়ীর বিশ্লেষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আনন্দময়ীর মতে জগৎটাই নৃত্যময়; জীবের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন, এমনকী বীজ থেকে যখন অঙ্কুরোদগম হয় তখন সেখানেও এক ধরনের তরঙ্গময় নৃত্যের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গরূপ নৃত্য যে মূল থেকে উদ্ভূত হয়, একসময় স্তিমিত হয়ে আবার সেই মূলেই মিলিয়ে যায়। এই রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি মূলত জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ককেই নির্দেশ করেছেন। কে এই আনন্দময়ী মা যিনি এত সহজে করেছেন কঠিন তত্ত্ব ব্যাখ্যা? এখনকার বাংলাদেশ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রাম ১৮৯৬-এর ৩০ এপ্রিল দেখেছিল তাঁর আগমন। বাবা মুক্তানন্দ গিরি নাম নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন আর তারই প্রভাব পড়েছে ছোট মেয়ে নির্মলার প্রাণে। হরিসংকীর্তন শুনে হয়ে যান ভাবাবেশে মোহিত। বারোর কোঠায় রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে বাঁধা হল গাঁটছড়া। প্রথম দিকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ভাবাবেগ লোকের চোখে ছিল অসুস্থতা, হিস্টিরিয়া। কিন্তু সব হিস্ট্রি লেখা হয় ঘটনার অনেক আগেই। শাহবাগে কালীমন্দিরে সাধনাকালে দিব্য ভাবাবেগে মা ধরা দেন এক আনন্দঘন আবেগে। এখন থেকে নির্মলা হয়ে ওঠেন মা আনন্দময়ী নামে খ্যাত। ঢাকায় রমনা অঞ্চলে গড়ে ওঠে আশ্রম। সেখানে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ডাক্তার ত্রিগুণা সেন, গোপীনাথ কবিরাজ প্রমুখ। নিজেই স্বামী রমণীমোহনকে দীক্ষা দিয়ে করে ছিলেন সঠিক অধ্যাত্ম্য সঙ্গী, ডাকতেন ভোলানাথ বলে। আনন্দময়ী মা পরে স্বামীর সঙ্গে উত্তর ভারতের দেরাদুনে চলে যান, মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর একটি বিশেষ কীর্তি হল প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান নৈমিষারণ্যের পুনর্জাগরণ ঘটানো। সেখানে গিয়ে তিনি নতুন করে ভগবৎ সাধনার ক্ষেত্র তৈরি করেন। নৈমিষারণ্য বর্তমানে একটি জনপ্রিয় তীর্থস্থান এবং প্রতি বছর বহু ভক্ত আসেন। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুরাতন তীর্থসমূহের সংস্কার সাধন এবং নতুন নতুন তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের রমনা ও খেওড়া-সহ ভারতের বারাণসী, কনখল প্রভৃতি স্থানে তাঁর নামে আশ্রম, বিদ্যাপীঠ, কন্যাপীঠ, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীআনন্দময়ী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 'সংসারটা ভগবানের, যে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থেকে কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া মানুষের কর্তব্য।' এটাই আনন্দময়ীর মুখ্য বাণী। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অগাস্ট তিনি নশ্বর শরীর ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ উত্তর ভারতের হরিদ্বারে কনখল আশ্রমে গঙ্গার তীরে সমাধিস্থ করা হয়। অসংখ্য ভক্ত-শিষ্যের কাছে রেখে গেলেন ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়।

বিরাজে সত্য সুন্দর

১৯২৯ সালে আলবেনিয়ার গোলাপ কুঁড়িটি ভারতে এসেছিলেন সিস্টারস অফ লোরেটো সংস্থার ধর্মপ্রচারক হয়ে ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। দার্জিলিংয়ে এসে নবদীক্ষিত অ্যাগনেস কাজ শুরু করলেন পুরোমাত্রায়। দু'বছর পর সন্ন্যাস নাম পান তেরেসা বা টেরিজা। লোরেটো হাউসে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে কলকাতায় এলেন এবং মুখোমুখি হলেন এক মন্বন্তর আর দাঙ্গাপীড়িত বাংলার সঙ্গে। মানুষের দুর্দশায় আহত হল মাতৃহৃদয়। লোরেটো-অভ্যাস ত্যাগ করে নীল-সাদা সুতিবস্ত্র পরিধান করে, ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন স্নেহের আঁচল পেতে। বস্তি এলাকায় শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেছেন নিরবচ্ছিন্ন। মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নামক একটি সংস্থা গড়ে তুলে অনাথ, আতুর, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন মাদার টেরিজা। আলবেনিয়ার মেয়েটি, অ্যাগনেস গোঞ্জা বোজাঝিউ— গোঞ্জা মানে গোলাপ কুঁড়ি। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির উদ্যোগে এইডস আক্রান্তদের পুনর্বাসন, অনাথ আশ্রম স্থাপন করা হয়। বিশ্বব্যাপী শরণার্থী, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বয়স্ক, মাদকাসক্ত, দরিদ্র, অনিকেত, বন্যা-কবলিত ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষের পাশে থাকে মায়ের স্নেহের পরশ। গড়ে ওঠে নির্মল শিশু ভবন, নির্মল হৃদয় ও আরও নানা প্রতিষ্ঠান।

মাদারের এই কর্মযজ্ঞ ছিল একাধারে নিন্দিত ও নন্দিত। মুমূর্ষু, দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিনিময়ে মা তাদের ধর্মান্তরিত করেছেন। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন অনেক মানুষকে।

(এরপর ১৮ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

12 July, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

তমসো মা জ্যোতির্গময়

(১৭ পাতার পর)

অসহায়, অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষকে সুস্থ জীবনের সন্ধান দিয়েছেন, জ্বালিয়েছেন বিবেকদীপ। সব ধর্ম আদতে সেই ধরে রাখার রূপকথা মাত্র।

নানা অলৌকিক কাজ হত মায়ের হাতের স্পর্শে। একবার মাথায় একাধিক টিউমার আক্রান্ত ব্যক্তি মায়ের হাতের স্পর্শে সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে পোপ মাকে সন্ত বা সেইন্ট-এর স্বীকৃতি দেন। পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। ভারত সরকার মাকে দেন সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার— ভারতরত্ন। ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি নশ্বর দেহ ছেড়ে আলোর পথে লীন হলেন। লক্ষণীয়, তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর। শিক্ষক দিবস। মায়ের চেয়ে বড় শিক্ষক ও গুরু কেউ হয় না।

সতেরও মা অসতেরও মা

মা সারদা বাঙালির প্রাণের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে সত্যিকারের মায়ের খোঁজ দিয়েছিলেন মা সারদা। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম জয়রামবাটীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে সারদাদেবীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে সারদা দেবী বলেছিলেন, ''ছেলেবেলায় দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত— আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না।'' সেকালে প্রচলিত গ্রাম্য প্রথা অনুসারে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর ১৪ বছর বয়সে প্রথম সারদাদেবী স্বামী সন্দর্শনে কামারপুকুরে আসেন। এই সময় তিনি যে তিন মাস শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করেছিলেন, তখনই ধ্যান ও অধ্যাত্ম জীবনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ তিনি পান তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। আঠারো বছর বয়সে তিনি শোনেন, তাঁর স্বামী পাগল হয়ে গেছেন। পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসার পর তাঁর ভয় ও সন্দেহ অপসারিত হয়। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর স্বামী সম্পর্কে যে সব গুজবগুলি রটেছিল তা কেবলই সংসারী লোকের নির্বোধ ধারণামাত্র। তিনি দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সত্যিই এক মহান আধ্যাত্মিক গুরু। এইসময় সারদা দেবী ও দিব্যমাতৃকাকে অভিন্ন জ্ঞান করে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পুজো করেন। জন্ম নেয় এক বিশ্বমাতৃকার বীজ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মন্ত্রশিক্ষা দেন এবং মানুষকে দীক্ষিত করে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করতে পারার শিক্ষাও দান করেন। শেষ জীবনে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গলার ক্যানসারে আক্রান্ত তখন সারদা দেবীই স্বামীর সেবা এবং স্বামী ও তাঁর শিষ্যদের জন্য রন্ধনকার্য করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁকে কেন্দ্র করে অঙ্কুরিত ধর্ম আন্দোলনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সারদা দেবী।

জাগতিক নানা কার্যে মা ছিলেন এক আদর্শ নারীর উদাহরণ। সে-যুগে জন্মেও মা ছিলেন নিঃশব্দ বিপ্লবী— জাতপাত না মানা, অস্পৃশ্যতা বর্জন করে মা দেখিয়েছিলেন কথার চেয়ে কাজ বড়। শ্রীমা রামকৃষ্ণ সংঘ ও ভক্তসমাজে সর্বাধিক শ্রদ্ধার আসনটি লাভ করেছিলেন। মা ছিলেন 'সতের ও মা অসতেরও মা'। রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। গড়ে উঠেছিল বেলুড় মঠ। মা হয়ে উঠেছিলেন সংঘজননী। শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন নিজের প্রয়াণের পর রামকৃষ্ণ আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং ভক্তদের বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর সত্তায় কোনও পার্থক্য আরোপ না করতে। কয়েকজন শিষ্যও তাঁর দর্শন লাভের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতিপ্রাপ্ত হন। কেউ তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্বেই দেবী রূপে তাঁর দর্শন লাভ করেন। আবার কেউ স্বপ্নে তাঁর থেকে দীক্ষা লাভ করেন। যেমন বাংলা নাটকের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে স্বপ্নে তাঁর কাছে থেকে মন্ত্র লাভ করেছিলেন। অনেক বছর পরে যখন তিনি সারদা দেবীকে দেখলেন, অবাক হলেন তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই দেবী ইনিই।

'যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার'— এই উপদেশটিই বিশ্বের উদ্দেশ্যে মায়ের শেষ বার্তা। ১৯২০ সালের ২০ জুলাই রাত দেড়টায় কলকাতার উদ্বোধন ভবনে মায়ের প্রয়াণ ঘটে।

শ্রীসারদা মায়ের একটি বিখ্যাত উক্তি হল— ''আমি পাতানো মা নই, গুরুপত্নী নই, কথার কথা মা নই, আমি সত্যিকারের মা।'' এই মাতৃভাব তাঁকে দিয়েছে এক মহাজাগতিক উত্তরণ। সাধারণ চোখে এক গ্রাম্যপল্লিবালা, এক গরিব ব্রাহ্মণ বিধবা থেকে বিশ্বমাতৃকা, সংঘজননী হয়ে ওঠা এক মহাজীবনের ইতিহাস।

মা সারদা

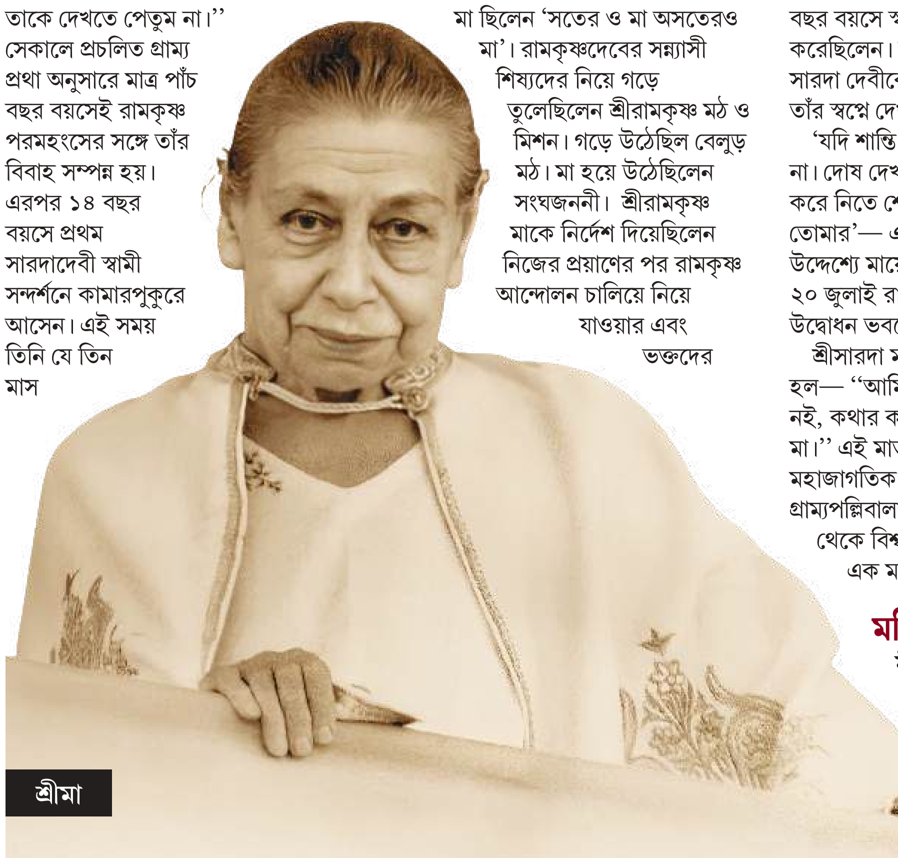

শ্রীমা

মহিমা তব উদ্ভাসিত

মীরা আলফাসা। ১৮৭৮ সালে ফ্রান্সে ইহুদি পরিবারে জন্ম। ছোট থেকেই আধ্যাত্মিক টান অনুভব করতেন মনে। নাটক সংস্থায় কাজ করতে করতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ সম্পর্কিত বই পড়ে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উপর গভীর টান অনুভব করেন। ফরাসি ভাষায় অনূদিত গীতা পড়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। ছিন্ন হয় বিবাহবন্ধন। পুনর্বিবাহ করলেন দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত পল রিচার্ডকে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ও দর্শনে আগ্রহী দম্পতি ভারতে এলেন, পণ্ডিচেরি-শ্রীঅরবিন্দ সান্নিধ্যে।

সেই সান্নিধ্যে পূর্ণ হল সে-সাধনাবৃত্ত। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। যোগসিদ্ধ দুই মহাপুরুষের সাধনার মিলিত ফল দেশ ও দশের কল্যাণে নিবেদিত হয়েছিল। অরবিন্দ আশ্রমের মূল মন্ত্র সেবাধর্ম, যার প্রকাশ মানবসেবার মধ্যে। without he, I exist not, without me he is unmanifest. মীরা হয়ে উঠলেন জগন্মাতা শ্রীমা। মাকে ঠিক শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য বলা যায় না, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ অনুগামী, যা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও নির্দেশিত।

অরবিন্দ একসময় চরম স্বদেশিকতার পক্ষে ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তিনি ঈশ্বর চেতনায় নিমগ্ন হলেন তখনও দেশমাতৃকার মঙ্গল কামনাতেই ব্রতী ছিলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সর্বত্র যাতে শান্তি ও আনন্দ বজায় থাকে সেই জন্য ছিল শ্রীমার তৎপরতা। অরবিন্দের সাধনা, অরবিন্দের ধ্যান-যোগ সবকিছুতেই শ্রীমা ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী একমাত্র অনুগামী। নীরবে তাঁর সাধনায় সাহায্য করেছেন। অরবিন্দের নির্দেশমতো, মা কান্ডারি হয়ে মানুষের মঙ্গলের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মা আশ্রম তৈরি করে অরবিন্দের সাধনার যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে অরবিন্দের সাধনার ফল তাঁর অনুগামীরা পায়, সর্বোপরি দেশের মানুষ যাতে তাঁর আলোয় আলোকিত হয়। সারা পৃথিবীর বহু জায়গায় আজ অরবিন্দ আশ্রম গড়ে উঠেছে। অরবিন্দের সাধনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্পূর্ণটাই সম্ভব হয়েছে শ্রীমার জন্য। এক অলৌকিক আনন্দ জ্যোতি শ্রীমা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিশ্ববাসীর মনে, দূর করতে চেয়েছিলেন মানবমনের সঙ্কীর্ণতা, অহঙ্কার, যাতে হানাহানি ভুলে, সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। জগতের যতটুকু মঙ্গলসাধন, এই দু'জনের সম্মিলিত সাধনার ফলেই যে সার্থক হয়েছে এবং সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৭ নভেম্বর ১৯৭৩-এ তাঁর জাগতিক কর্মভারের অবসান ঘটে।

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

১৮৬৭ সালে জন্ম, অ্যাংলো আইরিশ বংশোদ্ভূত মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ছিলেন লেখিকা ও শিক্ষিকা। এক ঐশ্বরিক অঙ্গুলিহেলনে তিনি প্রাচ্য থেকে আসা এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেলেন। নব বেদান্তের আলোয় সে মহামানব তখন বিশ্ববিজয়ী। যে-আলোর সামনে নত হয় সূর্য, সে-আলোর ছটায় মার্গারেট আমূল পরিবর্তন হয়ে হলেন নিবেদিতা। সিস্টার নিবেদিতা। একজন বিদেশি মহিলা ভারতে এসে দিনের পর দিন স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বস্তিতে বস্তিতে ঘুরছেন তিনি যদি নিবেদিত প্রাণ না হবেন তাহলে আর কেই বা হবেন নিবেদিতা। লোকের হাসি তামাশা, প্লেগের ভয়াবহ পরিবেশ, অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের মতো চেহারাগুলোর অসহযোগিতার মধ্যেও বিদেশি বোনটি মাতৃরূপে লড়ে গেছেন সমস্ত প্রতিকূলতার লড়াই। ভারতের জাতীয় আন্দোলন,

ভগিনী নিবেদিতা

নারীশিক্ষা নানা বিষয়ে নিবেদিতা উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি আজ মহীরুহ। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য নারী যিনি ভারতীয় সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

জীবনের শেষ পর্বে নিবেদিতা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সখ্য স্থাপিত হয়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার যাতে রামকৃষ্ণ মিশনকে অযথা উত্ত্যক্ত না করে, সেই কথা ভেবে মিশনের সঙ্গে তিনি তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তবে সবসময় তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী সারদা মায়ের আদরের খুকি।

১৯১১ সালে যখন তিনি মারা যান, তখন তাঁর দেহ দার্জিলিংয়ে দাহ করা হয় এবং তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে লেখা থাকে : 'এখানে ভগিনী নিবেদিতা বিশ্রাম নিচ্ছেন, যিনি ভারতকে তাঁর সর্বস্ব দিয়েছিলেন।' তাঁর কাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম 'লোকমাতা' নিখুঁতভাবেই মানানসই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

12 July, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

আমি যাঁকে গুরু মানি

গুরু শুধু শিক্ষক নন, তিনি পথপ্রদর্শক এবং পরামর্শদাতাও। হতাশায় হোক বা কষ্টে, সমস্যায় হোক বা সিদ্ধান্তে যিনি প্রতি মুহূর্তে পথ চলতে সাহায্য করেন তিনিই গুরু। তাঁদের জীবনের সেই গুরু বা মেন্টরদের কথা বললেন বিশিষ্টরা। শুনলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

গুরু উদয়শঙ্করকে খুব কাছে থেকে দেখেছি

পলি গুহ, নৃত্যশিল্পী

ছোটবেলায় যাঁদের-যাঁদের কাছে নৃত্যশিক্ষার গুরু তাঁরা প্রত্যেকেই আমার গুরু। সবার কথা তো বলা সম্ভব নয় কিন্তু একটু বড় হয়ে আমার প্রথম নৃত্যগুরু হলেন জয়কুমারীদি। যাঁর কাছে আমি কথক শিখেছি। এরপর রবীন্দ্রভারতীতে যখন ভর্তি হলাম তখন ভারতনাট্যমে পেয়েছিলাম মারুথাপ্পা পিল্লাইকে, নদীয়া সেন ছিলেন মণিপুরির গুরু, গোবিন্দন কুট্টি ছিলেন কথাকলির গুরু এবং মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী ছিলেন কত্থকের গুরু। এছাড়া বাংলার ফোক নৃত্যের গুরু ছিলেন রামকৃষ্ণ লাহিড়ী এবং রবীন্দ্রনৃত্যের গুরু ছিলেন বালকৃষ্ণ মেনন। আমার স্বামী এবং আমি একসঙ্গে নাচ করতাম সেই হিসেবে উনিও আমার গুরু। কিন্তু এত স্বনামধন্য মানুষের পাশাপাশি একজন ছিলেন যিনি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছেন তিনি হলেন সৃজনশীল নৃত্যের রাজা গুরু উদয়শঙ্কর। আমি ওঁর শেষজীবন পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে ছিলাম। ওঁর সঙ্গে আমেরিকা সফরে গিয়েছি তাছাড়া আরও অনেক জায়গায় অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি। ওঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, অনেক কিছু শিখেছি। স্টেজ উঠে কী করা উচিত, শুধু যে নাচই করব তা নয় নিজের পোশাক সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা, স্টেজে কথা না-বলা, এমনকী স্টেজের লাইটও আমরা কন্ট্রোল করতে শিখেছি। ওঁর থেকে অনেক বড় বড় প্রাপ্তি আমার ঘটেছিল। যে কারণে আমি আমার নাচের মধ্যে ওঁকে নিয়ে চলেছি ওঁর আশীর্বাদ আমার প্রতিমুহূর্তের পাথেয় হয়ে উঠেছে।

দিদি আমার অনুপ্রেরণা

বীরবাহা হাঁসদা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

আমার জীবনের প্রথম গুরু, আমার রাজনৈতিক জীবনের গুরু তিনি হলেন আমার বাবা নরেন হাঁসদা। বাবা যখন জঙ্গলমহলে রাজনীতি করছিলেন তখন নিজের নামে একটা দল গঠন করে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে সিপিএমকে হারিয়ে বিধানসভায় এসেছিলেন। প্রত্যেকটা দিন মানুষের পাশে থাকার যেভাবে উনি চেষ্টা করে গেছেন আমি সেটা খুব কাছ থেকে নিজের চোখে দেখেছি যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেটা খুব কঠিন একটা সময় ছিল। এখন আমরা যাঁরা রাজনীতিতে রয়েছি, মানুষের জন্য কাজ করছি তাঁদের কাছে বিষয়টা অনেকটা সহজ। কিন্তু তখন লড়াই ততটাও সহজ ছিল না। বাবাকে দেখেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহ। ছোটবেলায় দেখতাম সকাল-সন্ধ্যা বাড়িতে লোকজন আসত। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলত। বাবা মানুষের সুখ-দুঃখে শামিল হতেন। ওই সময় সিপিএমের অত্যাচার দেখে বড় হয়ে ওঠা একটি মেয়ে আমি। প্রত্যেকদিন গ্রামে গ্রামে তাঁদের অত্যাচারের নানান ঘটনা কানে আসত। বাবা রাত দুটোয় বাড়ি ফিরলেও আমাকে ঘুম থেকে জাগাতেন এবং সারাদিনের কর্মকাণ্ড বলতেন। সবটা বুঝতাম না আবার, অনেকটাই বুঝতাম। এমএলএ থাকাকালীনই খুব কমবয়সে বাবা চলে যান। এরপর মা আসেন রাজনীতিতে। মাকেও দেখেছি কাছ থেকে। পরবর্তীকালে আমি গুরু হিসেবে যাঁকে পেয়েছি, মেনেছি তিনি আমাদের নেত্রী, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১-এ দলে আসি। দিদির আশীর্বাদে আমি আজ এত বড় একটা দায়িত্বে। তারপর থেকে আমি ওঁর লড়াইটাও দেখি। যখনই তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হয়, যখন আমার সঙ্গে কথা বলেন আমি ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওই মানুষটার অনেক না-বলা কথা, অনেক কষ্টের কথা ওঁর চোখের মধ্যে ধরা পড়ে। উনিও তো লড়াই করে গেলেন সবার জন্য কিন্তু প্রতিদানে সবাই ভালটা ওঁকে দেননি। এখনও প্রত্যেকদিন উনি লড়াই করে চলেছেন। তাই মনে হয় নিজের কাজটা যেন আরও ভাল করে করতে পারি। চেষ্টা করি এমন কোনও ভুল না করতে যার জন্য ওঁর নামটা খারাপ হয় সেটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং। প্রত্যেকটা মুহূর্তে উনি আমার অনুপ্রেরণা।

বুম্বাদাই আমার মেন্টর

সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী

জন্ম থেকে বড় হয়ে ওঠার এই জার্নিতে আমার মা-বাবা তো মেন্টর হয়ে পাশে ছিলেনই। তাঁদের থেকে আমি জীবনের শিক্ষা পেয়েছি কিন্তু পরবর্তীকালে গোটা অভিনয় জীবনে আমি আমার মেন্টর বা গুরু হিসেবে পেয়েছি বুম্বাদা অর্থাৎ অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। ওঁর জন্যেই আমার এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসা। আমি নাচের জগতের মেয়ে ছিলাম, এর পাশাপাশি মডেলিং করতাম। বুম্বাদা আমার বাবাকে খুব ভাল চিনতেন। আমাকেও চিনতেন বিভিন্ন ইভেন্টে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হত। সিনেমা জগতে আসার সেই সিদ্ধান্তটা ওঁর জন্যই নিয়েছি। অর্পিতাদি (চট্টোপাধ্যায়) আমাকে ফোন করেছিলেন বুম্বাদার সঙ্গে একটা ছবি করার জন্য। তখন আমি সবে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। ওই সময় আমি সেই অফারটা নিতে পারিনি। বাবা-মা চেয়েছিলেন গ্র্যাজুয়েশনটা করে নিয়ে তারপর কেরিয়ারের দিকে মন দিই। আমিও তাই চেয়েছিলাম। একটা মিনিমাম যোগ্যতা ছাড়া কখনও কোনওকিছুতে চলে আসা ঠিক নয়। অভিনয় যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক মাধ্যম। আর অভিনয় পেশাটা সম্পর্কে তখন কিছুই জানি না। এরপর গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বুম্বাদার সঙ্গে দেখা করি। আমার প্রথম ছবি ছিল প্রভাত রায়ের 'হ্যাংওভার'। বুম্বাদার সঙ্গেই ছিল ছবিটা। এরপর বুম্বাদার কথাতেই প্রথম পোর্টফোলিও তৈরি করি। ফটোগ্রাফার রানা বোস আমার পোর্টফোলিও করে দিয়েছিলেন। আমার পরিবারে কোনওদিন কেউ সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল না ফলে পুরো গাইড করা থেকে শুরু করে সবটা বুম্বাদাই করেছিলেন। ক্যামেরা ফেস করা, সংলাপ বলা এই সব নিয়ে সোহাগ সেন তখন আমাকে গ্রুমিং ক্লাস করিয়েছিলেন। সবটাই বুম্বাদার তত্ত্বাবধানে। ফলে আমার অভিনয় জীবনে আসার কৃতিত্বটা বুম্বাদার। ওঁকে দেখে শিখেছি একজন শিল্পীর কী দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। সময়কে মূল্য দেওয়া, গ্রাউন্ডেড হওয়া, সবটাই ওঁকে দেখেই শেখা। ওর নিয়মানুবর্তিতা, পরিশ্রম, কাজের প্রতি নিষ্ঠা, ওঁর জ্ঞান সবটা আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছে সব সময়। তাই আমি খুব কৃতজ্ঞ বুম্বাদার কাছে।

▶ আরও পড়ুন ২০ পাতায়

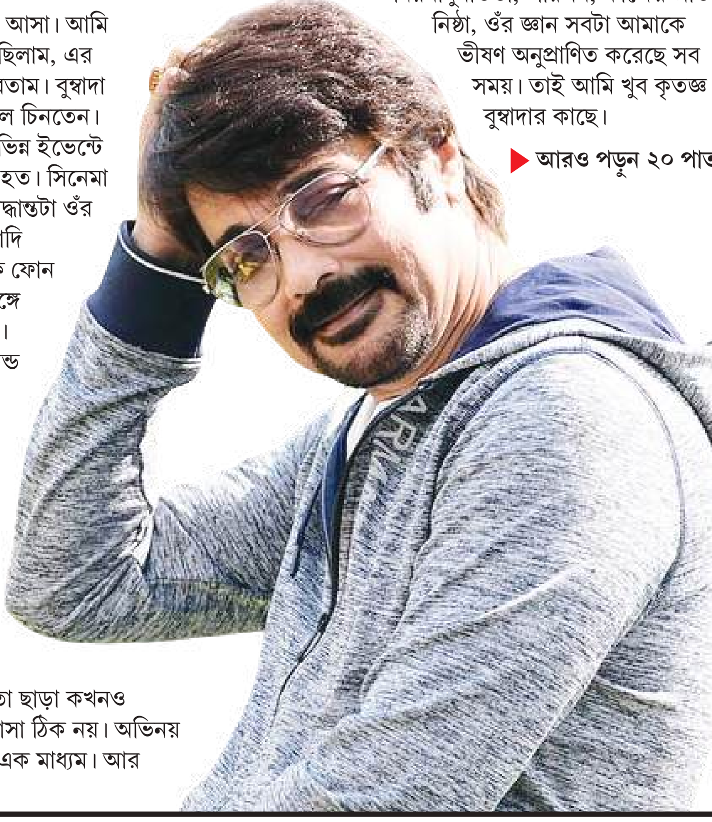

অর্ধেক আকাশ

12 July, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে আমার সবচেয়ে বড় গুরু হল জীবনের অভিজ্ঞতা। কারণ জীবন থেকেই আমরা শিক্ষাও পাই আবার প্রেরণাও পাই। জীবনই আমাদের পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনা করে। এর পাশাপাশি যদি আমাকে কোনও একজন ব্যক্তিত্বের কথা বলতে হয় যিনি আমার অনুপ্রেরণা, পথপ্রদর্শক তিনি হলেন প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে শক্তি খুঁজে পাই

দেবারতি মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক

গঙ্গোপাধ্যায়। ওঁকে নিয়ে আমার দুটো উপন্যাসও রয়েছে। আমার মনে যখন কোনও শঙ্কা আসে, দ্বিধা আসে বা কারও নেগেটিভ কোনও প্রতিক্রিয়াতে বিচলিত হই সেইসময় আমি ভাবি কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় আজ থেকে অত বছর প্রায় দেড়শো বছর আগে যখন মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিলেন কোনও ছাত্রী ছিল না। কোনও লেডিজ টয়লেট ছিল না। উনি সেইভাবে থাকতেন সারাদিন। তখন উনি বিবাহিত এবং মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে পাঁচ বছরে একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। অথচ পাঁচ বছরে উনি কলেজে অনুপস্থিত ছিলেন মাত্র তেরোদিন। যখন উনি ডাক্তারি পড়ছেন তখন নানাভাবে ওঁকে হিউমিলিয়েট করেছে। ডাক্তার হওয়ার পরে সেই সংগ্রাম আরও বেড়েছে। কারণ মহিলারা যে ডাক্তার হতে পারে এটা কেউ ভাবতে পারত না। উনি যখন ডাক্তার হলেন তখনকার দিনে সবচেয়ে নামজাদা একটি খবরের কাগজে লেখা হল— যে-নারী রাতের বেলা রোগী দেখার ছলে বাইরে বেরন তিনি বারবনিতা ছাড়া আর কিছু নয়! এতকিছুর পর উনি থেমে যেতে পারতেন, হেরে যেতে পারতেন কিন্তু হার মানেননি। তিনি এবং তাঁর স্বামী কোনও অন্যায় মেনে নেননি। সেই কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সমাজসংস্কারক ছিলেন। জীবনের শেষ দিনটিতেও রোগীর অপারেশন করেছেন। তাই যখনই কোনও কিছু নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ি বা মনে হয় অনেক কিছু সামলাতে হবে, অহেতুক কেউ ছোট করার চেষ্টা করে তখন ওঁর কথা মনে করি, ওঁকে দেখে শক্তি খুঁজে পাই। উনি যদি অত বছর আগে এত কিছু সহ্য করে এতটা এগোতে পারেন তাহলে আমি বা আমরা তো অনেক প্রিভিলেজড।

আমার জীবনে গুরু, মেন্টর কোনও একজন নয়, অনেকেই রয়েছেন যাঁরা ধাপে ধাপে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। প্রথম গুরু হলেন আমার বাবা। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন সবরকম পরিস্থিতিতে উনি আমাকে সামলেছেন। সবসময় যে ওঁর কাছে ছিলাম তা নয় অনেক দূরে থেকেও বাবাকে পাশে পেয়েছি। সাতবছর বিদেশে ছিলাম। ইউকে-তে যখন যাই সঙ্গে একবছরের ছোট ছেলে। তখন বিদেশ থেকে দেশে ফোন কল খুব খরচসাপেক্ষ ছিল। আমি এবং আমার স্বামী দু'জনেই ডাক্তার। ওখানে পড়ার পাশাপাশি চাকরিও করছি। বাবা ফোন করতেন সপ্তাহে একবার। যেটুকু কথা বলতাম তাতেই উনি এমন একটা কিছু বলতেন যে মনে হত যেকোনও পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করতে পারব। বাবা যে-কোনও কিছুকেই সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতেন। খুব নিরপেক্ষভাবে মতামত দিতেন। ছোটবেলা থেকেই গান-বাজনা খুব পছন্দ করি। পিয়ানো বাজাতাম, আজও বাজাই। তখন কলেজে পড়ি, আনন্দশঙ্করকে দেখে আমি এবং আমার দাদা ভীষণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ওঁর শিল্পসত্তা, ব্যক্তি মানুষ যতটা দূর থেকে জেনেছি আজও তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। আনন্দশঙ্কর চলে গেলে আমরা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। ওঁর স্ত্রী তনুশ্রীশঙ্করকে দেখেছি। হাজব্যান্ড খুব অল্প বয়সে চলে যাওয়ার পরেও অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে একটা নতুন নৃত্যশৈলীকে যেভাবে অন্যমাত্রায় গেছেন তা শিক্ষণীয়। ইউকে-তে দু'জন মহিলার আন্ডারে কাজ করতাম। একজন আইরিশ, অন্যজন ইংরেজ। তাঁদের কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তাও আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত

আনন্দশঙ্কর আমাকে অনুপ্রাণিত করেন

রিমা মুখোপাধ্যায়, মনোবিদ

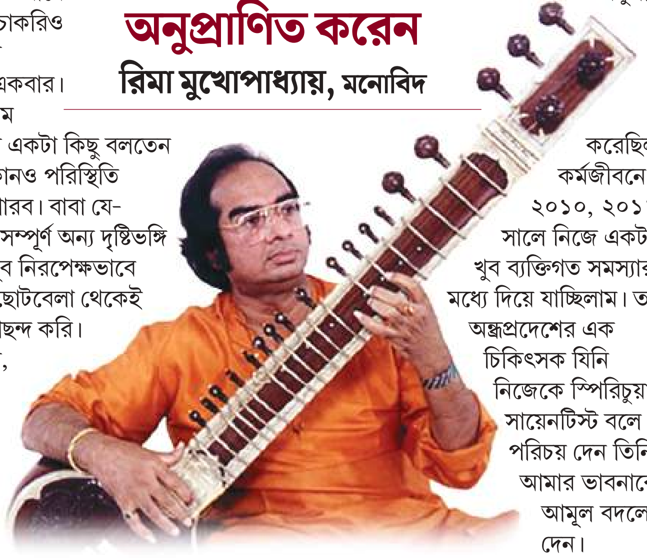

করেছিল কর্মজীবনে। ২০১০, ২০১১ সালে নিজে একটা খুব ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন অন্ধ্রপ্রদেশের এক চিকিৎসক যিনি নিজেকে স্পিরিচুয়াল সায়েন্টিস্ট বলে পরিচয় দেন তিনি আমার ভাবনাকে আমূল বদলে দেন।

আমার জীবনের বিশেষ করে গানের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ গুরুই আর জীবিত নেই। কিন্তু তাঁরা আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছেন, সমৃদ্ধ

অরুণ ভাদুড়ী আমাকে খেয়াল শিখিয়েছেন

লোপামুদ্রা মিত্র, সঙ্গীতশিল্পী

করেছেন। আমার প্রথম সঙ্গীতের গুরু ছিলেন আমার বাবা অমিত মিত্র। এরপর ঋতা দে, অরুণ ভাদুড়ী, সুকুমার মিত্র, সুভাষ চৌধুরীকে পেয়েছি গুরু হিসেবে। আমি খেয়াল শিখেছি অরুণ ভাদুড়ীর কাছে। খুব সুন্দর ছিল সেই অভিজ্ঞতা। নজরুলগীতি শিখেছি সুকুমার মিত্রের কাছে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে জ্ঞানশিক্ষা সবটা পেয়েছি সুভাষ চৌধুরীর কাছে। ঋতা দে আমাকে খেয়াল আর ভজন শিখিয়েছিলেন। এগুলো আমার জীবনে এগিয়ে চলার রসদ। এছাড়া জীবনে যিনি আমাকে অনেকটা পথ চলতে সাহায্য করেন তিনি হলেন আমার এক কাকা সমীর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধুর মতো ছিল। সব সময় ওঁর সমর্থন পেয়েছি। আমাদের সম্পর্কটা ছিল অনেকটা বন্ধুর মতো। বাবার সহকর্মী ছিলেন সেই সূত্রেই যোগাযোগ। যখন 'প্রথা' তৈরি করি অনেকেই আমাকে মানা করেছিল। নিজের পেশার বাইরে, গানের জগতের বাইরে আমি যাতে কোনও কিছু না করি কিন্তু কাকা আমাকে উৎসাহ দেন এবং আমি প্রথা খুলি। অনেক গান নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলতাম। জীবন কাকে বলে সেটা আমার তাঁর কাছেই শেখা।

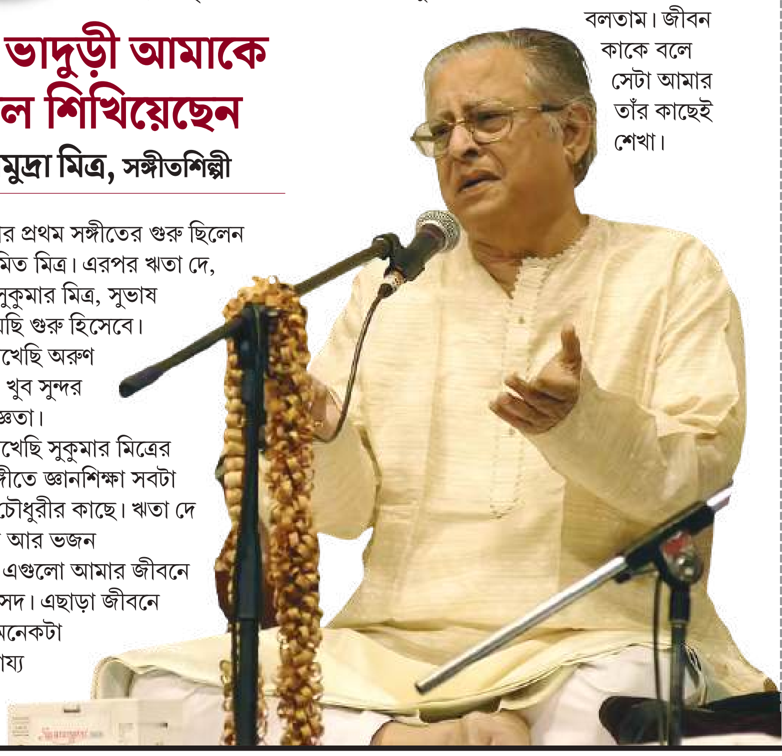

আমাদের জীবনে প্রথম গুরু বাবা, মা-ই হন। আমারও তাই ছিল তারপর একে একে গুরুরা এসেছেন যাঁদের কাছে আমি শিখেছি আমার গোটা কর্মজীবন, ক্রীড়াজীবনের অনেক কিছু। যা শিখেছি যাঁদের থেকে সেটাই পাথেয় হয়ে রয়ে গেছে। আর্চারি যখন শুরু করি তখন আমার কোচ ছিলেন প্রতাপ দাস এবং প্রবীর দাস। ওঁদের হাতে আমার

কোচ লিম ছে উঙ শাসনও করতেন শিখিয়ে নিতেন

দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্চারি

আর্চারির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। প্রথম শেখা এবং জানা। পরবর্তীতে চলে যাই জামশেদপুর সেখানে মূল শিক্ষার শুরু সেখানে পেয়েছিলাম ধর্মেন্দ্র তিওয়ারিকে। এরপর ওখানেই একজন কোরিয়ান কোচ আমাদের প্রশিক্ষণ দিতে আসেন যাঁর প্রভাব আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি ছিল কারণ তিনি আসার পর আমার কেরিয়ারে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেছিল। আমার দক্ষতা অনেকটা বেড়ে যায়। তাঁর নাম লিম ছে উঙ। প্রথমবার কোরিয়া থেকে এসেছিলেন উনি। শুরুতে ভাষাগত একটা সমস্যা হতই। কিন্তু খেলার ভাষা তো আর আলাদা হয় না, বুঝে নিতাম। উনি খুব ছোট ছোট ভুল যেগুলো হয়তো আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিই না সেগুলো শুধরে দিতেন। ওঁর একটা বড় গুণ ছিল উনি সাইকোলজিক্যালি প্রতিটা খেলোয়াড়কে খুব ভাল বুঝতেন। কোনও ভুল হলে বকতেন না। অনুশীলনের সময় আলাদা করে আর আমার বা যে ভুলটা করছে তার সামনে আসতেন না। এমন একটা ভাব করতেন যেন উনি আমাদেরকে আর দেখিয়ে দেবেন না কিন্তু দূর থেকে আমাদের দিকে ঠিক লক্ষ্য রাখতেন। আবার ঠিক ডেকে নিতেন। ফলে ওঁর সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে কোনও অসুবিধেই হত না। প্রশিক্ষণে বা প্র্যাকটিসে যা যা অসুবিধে সেগুলো ধরে ফেলে এবং আবার আমাদের ভুল শুধরে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসা— এটা খুব করতেন। হাল ছেড়ে দিতেন না। শাসন করতেন কিন্তু শিখিয়ে নিতেন। ওঁর থেকে আমি তাই লেগে থাকার, অনুশীলনের পরিশ্রমের অনুপ্রেরণা পেয়েছি। যেটা আমার খেলার বাইরের জীবনেও কাজে এসেছে। হার মানিনি কখনও।